www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

নতুন ধারাবাহিক
বিকল্পিত রাজারহাট
চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

ফের বিষমদে আক্রান্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনা
ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ১ আশ্বিন – ৭ আশ্বিন, ১৪২২ ঃ ১৯ সেপ্টেম্বর – ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 47, 19 September - 25 September, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

সোসাল মেডিকেল নার্সিংহোম

এন্ড মেটারনিটি (গভঃ রেজিঃ)

দঃ রায়পুর মোড় (পাত্রপাড়ার সন্নিকটে), দঃ ২৪ পরগনা

যোগাযোগ

(০৩৩)২৪৭০০০২৯/৯৮৭৪০১১৭৪৮/৯৮৭৪০১১৪৮৯/
৯৮৭৪০১১৩৪২/৯৮৭৪০১১৯৮৩

আমাদের পরিষেবা

- দিবা রাত্রি অভিজ্ঞ ডাক্তারবাবু উপস্থিত থাকেন।
- এখানে সমস্ত রকমের অপারেশন ও মাইক্রোসার্জারী করা হয়।
- এখানে এক্স–রে সহ সব রকমের প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়।
- এখানে বহিঃবিভাগে আউটডোর–এ অভিজ্ঞ ডাক্তারবাবুগণ রোগী দেখেন।
- ২৪ ঘন্টা অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা দেওয়া হয়।
- ২৪ ঘন্টা ঔষধ দোকান খোলা থাকে।
- মহিলা ডাক্তার দ্বারা ডেলিভারী করানো হয়।
- দুঃস্থ রোগীদের ফ্রি–বেডের সু–ব্যবস্থা আছে।
- ২৪ ঘন্টা ইসিজি করা হয়।

প্রতি রবিবার সকাল ১০টা থেকে ১টা পর্যন্ত বিনামূল্যে রোগী দেখা ও ঔষধ দেওয়া হয়।

আমাদের নার্সিংহোমের সহযোগিতায়

মহিলা রোগ ও প্রসূতি, শিশু রোগ, অ্যানাস্থেটিস্ট, ইউরো সার্জেন, মাইক্রোসার্জারী ও জেনারেল সার্জেন, হার্ট ও মেডিসিন, অস্থি রোগ, নাক, কান, গলা ও ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যুক্ত আছেন।

ব্যবসা নয়, সেবাই সোসাল মেডিকেল নার্সিং হোমের একমাত্র লক্ষ্য

আব্দুর রহিম খান
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
সোসাল মেডিকেল নার্সিং হোম
এন্ড মেন্টারনিটি

শেয়ার বাজারে স্থিতাবস্থা ফিরতে পারে উৎসব মরসুম থেকেই

শুদ্ধাশিস গুহ

নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর যে মধুচন্দ্রিমায় ভর করে দেশের শেয়ার বাজার এক অভূতপূর্ব উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিল তার তাল কেটে গিয়েছে ২০১৫–র মাঝামাঝি সময়ে এসেই। কারণ এই সময়কালে বিস্তর পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে বিশ্ব অর্থনীতিতে। যার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব ভালোমতো অনুভূত হচ্ছে আমাদের বাজারেও। ভারতের বাজার অবশ্য এত দুর্যোগের পরেও ইঙ্গিত দিচ্ছে ভবিষ্যতের সুসময়ের। সাময়িকভাবে বিদেশি লগ্নিকারীরা এদেশ থেকে টাকা তুলে নিতে থাকলেও এই বছরের শেষাশেষি ফের তা সমহিমায় ফিরে আসার প্রেক্ষাপট তৈরিও হচ্ছে। যদিও দিল্লি এখনও অনেক দূর। আগে যে ইঙ্গিতটা তুলে ধরা হয়েছিল। মানে ভারতের অর্থনীতির হাল ফেরাতে বিশ্বের আর্থিক অবস্থার স্থিতাবস্থার পাশাপাশি মোদি সরকারকেও সক্রিয়তার রাস্তায় হাঁটতে হবে অনেক বেশি করে। বিদেশিরা লগ্নির ব্যাপারে খুব সাফসুতরো। তাদের কাছে ডায়লগের থেকেও গুরুত্ব পায় অ্যাকশন। আর এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে অধিক মনোযোগী হতে হবে এ দেশের সরকারকেই। এই মুহূর্তে যে গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের দিকে তাকিয়ে দুনিয়ার অর্থনীতি তা হল আমেরিকার ফেড সে দেশে সুদের হার বাড়াবে কিনা। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এবার সুদ নাও বাড়তে পারে মার্কিন মুলুকে।

এমনিতে শেয়ার বাজার নামটা শুনলেই বহু মানুষ মুখ বেজার করে বলে দেন ওটা একটা জুয়োর আড্ডা। কিংবা সাধারণ মানুষের জন্য যেন এই বাজার নয় । ভাবগতিক এমন থাকে যেন তারা বিশাল বোদ্ধা । অন্য কোথাও থেকে নিজেদের রোজগারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতেও যথেষ্ট পারদর্শী । আদতে কিন্তু তা নয় । অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই মানুষেরা বোকার মতো বাজারে ট্রেড করতে গিয়ে লোকসান করে বসে আছেন । আর তারপরেই তাদের ধারণা হয়ে যায় এই বাজার জুয়োখানা । অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত লাভ হচ্ছে ততক্ষণ সব ঠিক আছে। লোকসান হলেই সব গণ্ডগোল। আগে পিছু না ভেবে তখন এই আর্থিক বাজার সম্পর্কে রাশি রাশি নেতিবাচক মন্তব্য করে বসা। আসলে সঠিক পড়াশুনা এবং যথার্থ যথার্থ শিক্ষার অভাবে এই ধরণের খারাপ মন্তব্য করে বসেন কিছু মানুষ। নিজেদের আবেগের দ্বারা একপ্রকার বশীভূত হয়ে পড়েন তারা। খাতায় কলমে এরা হয়তো অনেক শিক্ষিত। কিন্তু অর্থনীতি সম্পর্কে এদের চেতনা অত্যন্ত কম। যা এদের শেয়ার বাজার সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতে বাধ্য করে। একটু চিন্তা করে দেখলে দেখা যায় এই সংখ্যক মানুষের সংখ্যা এখন অনেকটাই কমে আসছে। বরং বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখন অনেকেই শেয়ার বাজার সম্পর্ক আগ্রহ অনুভব করছেন। তবে এটা ঠিক বাজারে যখন তেজি বা লাভজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তখন কিছু খরিদ্দারের বাড়তি আমদানি ঘটে। এটা এই বাজারের চিরাচরিত রীতি।তবে যা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা হল

অর্থনীতি

হালফিলে শেয়ার বাজারে সঠিক পড়াশুনায় শিক্ষিত বুদ্ধিমান ট্রেডারের আগমণ ঘটছে। যা দেশের অর্থনীতি তথা সমগ্র জাতির ভবিষ্যতের পক্ষেই আশাব্যঞ্জক। এই অংশ মোটেই বলে না যে শেয়ার বাজার জুয়ো খেলার আড়ত। বরং এদের মতে শেয়ার বাজার হল দেশের আর্থিক উন্নয়নের সূচক। যার রমরমা দেশের উন্নয়নকেই ত্বরান্বিত করে। এরা জানে কোনও শেয়ার কিনলেই তাতে লাভ পাওয়া যায় না। বরং ভালো দ্রব্য উপযুক্ত সময়ে ধরতে পারলে এবং ধৈর্য্য বজায় রাখতে পারলে লাভের ফসল অতি অবশ্যই ঘরে তোলা সম্ভব।

তাছাড়া এখন ভারতীয় শেয়ার বাজার কর্মসংস্থানের পক্ষেও অত্যন্ত উপকারী স্থান। প্রচুর ছেলে মেয়ে বিভিন্ন ব্রোকারি ফার্মে কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। শেয়ার বাজারে যারা ট্রেড করে অর্থাৎ কম্পিউটরের সামনে বসে বেচাকেনার কাজ করে তাদের বলে ডিলার। শেয়ার ডিলার হওয়ার জন্য সেবি ভারতীয় শেয়ার বাজারে এনসিএফএম নামক বিশেষ পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থাও করেছে। তার ওপর এদেশে ক্রমশই শেয়ার মার্কেটের প্রতি আসক্তি বাড়ছে। যেসব রক্ষণশীলতার কবচধারী মানুষ এই বাজারকে তুলোধনা করতেন তাদের এখন ঢোক গিলতে হচ্ছে চিটফান্ডের প্রশ্ন উঠলে। আসলে পাড়ার টেনিদা গোছের এই ভদ্রলোকেরা মুখে শেয়ার বাজারকে অকথা–কুকথা বলতেন, এখানে ট্রেড করতে গিয়ে অবিবেচকের মতো ভুল–ভাল জিনিস কেনার মাশুল গোনায়। অথচ সেই অংশের মানুষই আবার অতিরিক্ত লোভের আশায় চিটফান্ড নামক মরণকলে টাকা রেখেছিলেন।

শেয়ার বাজারকে গাল পাড়ার সময়ে এদের একাবারও মনে হয়নি যে যদি তারা ভালো কোম্পানির শেয়ার (যেমন ব্যাঙ্ক, সরকারি–বেসরকারি নামি সংস্থা) ধরতেন তাহলে কিছুদিন তাদের টাকা যদিও বা নিচে পড়ে থাকতো, অবশেষে লাভের মুখ দেখা যেত। কিন্তু চিটফান্ডে টাকা রেখে এরাই সর্বস্ব হারিয়েছেন। একবারেও ভেবে দেখেননি যে শেয়ার বাজারে যেসব কোম্পানির পণ্য কেনাবেচা হয় তারা সরকার তথা সেবি অনুমোদিত। অথচ সম্পূর্ণ বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থায় টাকা রাখতে গিয়ে ডুবে গেলেন এরা। এই লেখা কিন্তু মোটেই সেইসব তথাকথিত বোদ্ধা মানুষকে আক্রমণ করা বা তাদের অবিবেচকতার সমালোচনা করা নয়, বরং আগামীতে মানুষ যাতে এই ধরণের ভুল না করে সেইজন্য সতর্কতাও বলা যেতে পারে। যা থেকে শিক্ষা নিয়ে অন্তত সুদিনের আভাস পাওয়া সম্ভব হয়। আশার কথা এখনকার ট্রেডাররা অনেকটাই সচেতন। যারা সরাসরি শেয়ার বাজারের উত্তাপ বা টেনশন নিতে পারবেন না তাদের জন্য খোলা রয়েছে মিউচুয়াল ফান্ডের রাস্তা। শেয়ার বাজারে সব সংস্থাই যে ভালো এমন নয় মোটেই। এখানেই নিজের বোধবুদ্ধির পাশাপাশি সেবি অনুমোদিত অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে এটা বলা যেতেই পারে যে এই বাজারে কেনাকাটার ক্ষেত্রে নামগোত্রহীন সংস্থাকে এড়িয়ে যাওয়াটাই সমীচিন। বরং অনেক ভালো হয় যদি প্রথিতযশা সংস্থার শেয়ার কেনাবেচার মধ্যে আবদ্ধ থাকা যায়। তবে এটা ঠিক অনেক সময় কিছু নামি সংস্থার শেয়ারেও ভারী পতন পরিলক্ষিত হয়।এখানেই শেয়ার বাজারের মাহাত্ম্য। আগে যখন ফিজিক্যাল শেয়ার বা কাগজে লিখে শেয়ার কেনাবেচা হত তখন অনেকরকম অভিযোগ–অনুযোগের গল্প শোনা যেত হরদম। কম্পিউটর ব্যবস্থা চালু হয়ে এখন শেয়ার বাজারে পুরোপুরি স্বচ্ছতার বাতাবরণ। প্রয়োজন শুধুই সঠিক বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে নামি কোম্পানির শেয়ার উপযুক্ত সময়ে কেনা এবং ভালো লাভ ঘরে তোলা। আইটিসি–সহ একাধিক শেয়ার এমনও রয়েছে যা কেনার পর বোনাস ইত্যাদি প্রাপ্তির মাধ্যমে মোট শেয়ারের সংখ্যা দ্বিগুণ–তিনগুণ হয়ে গিয়েছে। ফলে কোনও মূল্যই হয়তো চোকাতে হয় না এর দামের ক্ষেত্রে। এটাই এই বাজারের ম্যাজিক। তাছাড়াও আছে ডিভিডেন্ড ইত্যাদির ব্যাপারস্যাপারও। অনেক কোম্পানি শুধু যে ভালো মাত্রায় ডিভিডেন্ড দেন তা নয়, ইন্টেরিম ডিভিডেন্ড বা অতিরিক্ত ডিভিডেন্ডও দিয়ে থাকেন। ফলে বুদ্ধি করে এই বাজারে লগ্নি করলে অদূর ভবিষ্যতে মালামাল হওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

এত কিছুর পরেও গড়পড়তা লগ্নিকারীদের ভবিষ্যত তথা অর্থ সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে বলা যেতে পারে সরাসরি ট্রেডিংয়ের অংশ না নিয়ে যারা প্রথম প্রথম এই বাজারে আসছেন তারা হয় মিউচুয়াল ফান্ডে নিবেশ করুন, নচেৎ এসআইপি পদ্ধতিতে কোনও সংস্থার শেয়ার নিয়মিতভাবে মাসের একটা নির্দিষ্ট সময়ে জমাতে থাকুন। দেখবেন ধীরে ধীরে বিভিন্ন দামে পুঞ্জিভূত হতে হতে ওই শেয়ার আপনি বা আপনাদের ভালো পরিমাণে জমা হয়ে যাবে নিজস্ব ডিপি বা ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে। এইভাবে কত মানুষ যে ইনফোসিস বা আইটিসি'র মতো গুণগত মানসম্পন্ন কোম্পানির শেয়ার সংগ্রহ করেছেন তা বলাইবাহুল্য। অনেক কম অর্থ খরচ করে ডিভিডেন্ড, বোনাস ইত্যাদির দ্বারা সেইসব কম অঙ্কের শেয়ার বিশাল রাশিতে পর্যবসিত হয়েছে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৯ সেপ্টেম্বর – ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

মেষ : বাধার মধ্য দিয়ে লেখাপড়ায় অগ্রসর হতে হবে। বয়স্করা কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বেকারত্বের অবসান হবে। কর্ম থেকে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। শত্রুরা তৎপর হয়ে রয়েছে। ক্ষতি করার জন্য। সাবধান থাকবেন।

বৃষ : জমি জমা এবং গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নতির যোগ রয়েছে। নতুন বন্ধু লাভের যোগ রয়েছে। শত্রুরা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সঞ্চয়ে বাধার যোগ।

মিথুন : দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলির জন্য সম্মান পাবেন। আর্থিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভ যোগ লক্ষিত হয়। মাতার সাহায্য পাবেন।

কর্কট : আর্থিক উন্নতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভ যোগ রয়েছে। খাওয়া–দাওয়ার বিষয়ে সংযমী হতে হবে। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীক্ষায় কষ্ট পাবেন। লেখাপড়ায় মিশ্রফল পাবেন।

সিংহ : দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে চলুন আপনার সাফল্যের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নতির যোগ রয়েছে। নূতন নূতন কাজের যোগ আসবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে, শিক্ষায় শুভ হবে।

কন্যা : বহু ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের মধ্য দিয়ে আপনাকে চলতে হবে, তথাপি আপনি সাফল্য লাভ করবেন। লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে। মাঝে মাঝে বুদ্ধির ভুলে ক্ষতির যোগ রয়েছে। রক্ত দুষ্ট জনিত পীড়ায় কষ্ট।

তুলা : অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। কিন্তু অত্যাধিক অর্থ ব্যয় আপনাকে বিব্রত করে তুলবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ যোগ।

বৃশ্চিক : মনের সন্দেহ বা খুঁতখুঁতে ভাব ত্যাগ করুন তাতে আপনি মনে শান্তি পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাওয়া যাবে না। নূতন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবেনা। বুঝে চলতে হবে।

ধনু : মানসিক চিন্তাধারার উন্নতি ঘটবে। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্য পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। কর্মস্থলে শত্রুতার যোগ রয়েছে। সাবধানে চলতে হবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন।

মকর : গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে কোন না কোন ঝামেলা ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হবে। দায়িত্বমূলক কাজে ঝুঁকি নেবেন না। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগের সৃষ্টি হবে। অর্শ ও আমাশয়ে কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় শুভ।

কুম্ভ : আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলা সম্ভব হবে না। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। শিরঃপীড়ায় ও চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

মীন : খাওয়া–দাওয়া খুব বুঝে করতে হবে। যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। বন্ধুদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশবেন না মাতার স্বাস্থ্য হানির যোগ রয়েছে।

মেডিক্যাল সায়েন্সের ১১৬ নার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১৬ জন নার্স নেমে ইম্ফলের রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস। নিয়োগ হবে স্টাফ নার্স পদে।

তফসিলি জাতি প্রার্থীদের জন্য ১৮টি, তফসিলি উপজাতিদের জন্য ৮টি এবং ওবিসিদের জন্য ৩১টি শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক। সঙ্গে জেনারেল নার্সিং ও মিডওয়াইফারির ডিপ্লোমা। প্রার্থীকে কোনও স্টেট নার্সিং কাউন্সিলে 'এ গ্রেড' নার্স হিসেবে নথিভুক্ত হতে হবে।

বয়স : ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়সে তফসিলিরা ৫ ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৯,৩০০–৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৬০০ টাকা।

দরখাস্ত করবেন এ ফোর মাপের কাগজে নির্দিষ্ট বয়ানে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন : * মোট ৫ কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো। এর মধ্যে একটি কপি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দিতে হবে। গেজেটের অফিসার কর্তৃক প্রত্যায়িত দু'কপি ফটো দু'প্রস্থ অ্যাডমিট কার্ডের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন। দু'কপি ফটো দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে দেবেন। * ফি বাবদ 'Director. RIMS. Imphal'–এর অনুকূলে ও ইম্ফলে প্রদেয় ২০০ টাকার (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৫০ টাকার) ব্যাঙ্ক ড্রাফট। * তফসিলি এবং ওবিসিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল। * শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়সের সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল। * পূরণ করা দু'প্রস্থ অ্যাডমিট কার্ড।

দরখাস্তের বয়ান পাবেন এই ওয়েবসাইটে। www.rims.edu.in এই ওয়েবসাইটের রিক্রুটমেন্ট বারে ক্লিক করলেই অ্যাডমিট কার্ড সহ দরখাস্তের বয়ান পাওয়া যাবে। এটির প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন।

২৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র–সহ দরখাস্ত পৌঁছানো চাই এই ঠিকানায় : Director, Regional Institute of Medical Sciences, Imphal – 795 004 (Manipur).

ওএনজিসি–তে গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গেট–২০১৬ পরীক্ষায় সফল হয়ে থাকতে হবে

বেশ কিছু গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি নেবে অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন (ওএনজিসি)। নিয়োগ হবে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ও জিও সায়েন্সেস শাখায়। প্রার্থীকে গেট–২০১৬ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এই নিয়োগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর 6/2015 (R&P)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর সহ নিম্নলিখিত শাখায় নির্দিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রি ও গেট পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট পত্রে (বন্ধনীর মধ্যে) উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে। শাখা সহ গেট পত্রগুলি হল : সিমেন্টিং ও ড্রিলিংয়ের ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল (এমই) বা পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারি (পিই)। সিভিলের ক্ষেত্রে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (সিই)। ইলেক্ট্রিক্যালের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (ইই), সঙ্গে ইলেক্ট্রিক্যাল সুপারভাইজার হিসাবে কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট। ইলেক্ট্রনিক্সের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক্স বা টেলিকম বা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যাড টেলিকমিউনিকেশন–সহ গেট পত্র ই সি। অথবা ফিজিক্সে স্নাতকোত্তর, সঙ্গে গেট পত্র পিএইচ। ইনস্ট্রুমেন্টেশন (আই এন) ও মেকানিক্যালের (এম ই) ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল (এম ই) বা কেমিক্যাল (সি এইচ) বা পেট্রোলিয়াম/অ্যাপ্লায়েড পেট্রোলিয়াল (পি ই)। রিজার্ভারের ক্ষেত্রে কেমিক্যাল (সি এইচ) বা পেট্রোলিয়াম/অ্যাপ্লায়েড পেট্রোলিয়াম (পিই)। অথবা জিওলজি বা জিওফিজিক্সে স্নাতকোত্তর (বিএসসিতে অঙ্ক বা ফিজিক্স পড়ে থাকতে হবে) সঙ্গে গেট পত্র জিজি। অথবা কেমিস্ট্রিতে স্নাতকোত্তর (বিএসসিতে অঙ্ক বা ফিজিক্স পড়ে থাকতে হবে), সঙ্গে গেট পত্র সিওয়াই। অথবা অঙ্ক (এমএ) বা ফিজিক্স (পিএইচ) বা পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে (পিই) স্নাতকোত্তর, সঙ্গে তিন ক্ষেত্রেই বিএসসিদের অঙ্ক বা ফিজিক্স পড়ে থাকতে হবে। কেমিস্টের ক্ষেত্রে কেমিস্ট্রিতে (সিওয়াই) স্নাতকোত্তর। জিওলজিস্টের ক্ষেত্রে জিওলজিতে স্নাতকোত্তর। অথবা পেট্রোলিয়াম জিওলজি বা জিওলজিক্যাল টেকনোলজি বা পেট্রোলিয়াম জিওসায়েন্সে এমএসসি বা এম টেক। সঙ্গে গেট পত্র জিজি। জিওফিজিসিস্ট (সারফেস) ও জিওফিজিসিস্ট (ওয়েলস)–এর ক্ষেত্রে জিওফিসিক্সে স্নাতকোত্তর বা জিওফিজিক্যাল টেকনোলজিতে এম টেক, সঙ্গে গেট পত্র জিজি। অথবা ইলেক্ট্রনিক্সে স্পেশ্যালাইজেশন–সহ ফিজিক্সে (পিএইচ) স্নাতকোত্তর। মেটিরিয়ালস ম্যানেজমেন্ট অফিসারের ক্ষেত্রে ফটো ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেকানিক্যাল (উভয়ের ক্ষেত্রে গেট পত্র এমই) বা ইলেক্ট্রিক্যাল (ইই) বা ইনস্ট্রুমেন্টেশন (আইএন) বা পেট্রোলিয়াম/অ্যাপ্লায়েড পেট্রোলিয়াম (পিই) বা কেমিক্যাল (সিএইচ) বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (সিই) বা ইলেক্ট্রনিক্স বা টেলিকম বা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন (তিনটির ক্ষেত্রেই গেট পত্র ইসি) বা কম্পিউটার বা ইনফর্মেশন টেকনোলজি (উভয়ের ক্ষেত্রে গেট পত্র পিএস)। প্রোগ্রামিং অফিসারের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইনফর্মেশন টেকনোলজিতে স্নাতক অথবা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইনফর্মেশন টেকনোলজিতে স্নাতক অথবা কম্পিউটার সায়েন্স বা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে স্নাতকোত্তর সঙ্গে গেট পত্র সি এস। ট্রান্সপোর্ট অফিসারের ক্ষেত্রে অটো ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেকানিক্যাল, সঙ্গে গেট পত্র এম ই।

ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ২০১৬–র ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে মার্কশিট দাখিল করতে হবে।

বয়স : ১–১–২০১৬ তারিখে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। ড্রিলিং ও সিমেন্টিং শাখার ক্ষেত্রে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

কাজের খবর

বেতনক্রম : ২৪,৯০০–৫০,৫০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে গেট–২০১৫ পরীক্ষার বৈধ স্কোরকার্ড (৬০ নম্বর), ইন্টারভিউ (১৫ নম্বর) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার (২৫ নম্বর) ভিত্তিতে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.ongcin-dia.com প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করা যাবে জানুয়ারি মাসের পরে। উল্লেখ্য, গেট ২০১৬ পরীক্ষার জন্য অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১ অক্টোবর পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। www.gate.iisc.ernet.in পরীক্ষা হবে ৩০ জানুয়ারি থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। গেট–এর জন্য অনলাইন দরখাস্ত করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়য়া যাবে। এই রেজিস্ট্রেশন নম্বরের সাহায্যে ওএনজিসি–র জন্য অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। বিস্তারিত জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

সেনাবাহিনীতে গ্রুপ 'সি'

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন পদে ৯১ জন গ্রপ 'সি' কর্মী নেবে ভারতীয় সেনাবাহিনী। নিয়োগ হবে দেশের বিভিন্ন হেড কোয়াটার্স বেস ওয়ার্কশপে। ট্রেডসম্যান মেট, ভেহিক্যাল মেকানিক, ইঞ্জিনিয়ারিং ইক্যুইপমেন্ট মেকানিক, ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিকসহ বিবিধ পদে নিয়োগ হবে।

বেস ওয়ার্কশপ অনুসারে শূন্যপদ : আর্মি বেস ওয়ার্কশপ, দিল্লি : ট্রেডসম্যান মোট : ১৪টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৪), এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য এবং ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। ভেহিক্যাল মেকানিক (আর্মার্ড ফাইটিং ভেহিক্যাল) হাইলি স্কিল্ড–টু : ২৯টি (সাধারণ ১৫, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৭), এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৩টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। দরখাস্ত পাঠাবার ঠিকানা : Commandant 505, Army Base Workshop EME, Dehli), Pin–110010.

আর্মি বেস ওয়ার্কশপ, জবলপুর : মেশিনিস্ট, ফিল্ড : ৬টি (সাধারণ৪, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি১) এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত। দরখাস্ত পাঠাবার ঠিকানা : Post Box No. 41, Commandant 506, Army Base Workshop EME, Jabalpur (Madhya Pradesh), Pin–492001.

আর্মি বেশ ওয়ার্কশপ, এলাহাবাদ : ফিটার, স্কিল্ড : ৪টি (সাধারণ১, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি১), ভেহিক্যাল মেকানিক (মোটর ভেহিক্যাল), স্কিল্ড : ৩টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ২), ইঞ্জিনিয়ারিং ইক্যুইমেন্ট মেকানিক, হাইলি স্কিল্ড–টু : ৭টি (সাধারণ ৪, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি২)।

দরখাস্ত পাঠাবার ঠিকানা : Commandant 508, Army Base Workshop EME, Allahabad Fort (Uttar Pradesh), Pin- 211005.

আর্মি বেস ওর্য়াকশপ, আগ্রা : ট্রেডসম্যান মেট : ৪টি (তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ২) লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক : ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১), ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক, হাইলি স্কিল্ড–টু : ১০টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাত ৫, ওবিসি ১)। দরখাস্ত পাঠাবার ঠিকানা : Commandant 509, Army Base Workshop EME, Agra (Uttar Pradesh), Pin – 282001

আর্মি বেস ওয়ার্কশপ, উত্তরপ্রদেশ : মেশিনিস্ট স্কিল্ড : ৪টি (সাধারণ১, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি১) ট্রেডসম্যান মেট : ৩টি (তফসিলি উপজাতি)।

দরখাস্ত পাঠাবার ঠিকানা : Post Box No. 30, 510 Army Base Workshop EME, Meerut Cantt, Uttar Pradesh, Pin – 250001.

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিকের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক পাশ। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আইটিআই বা সমতুল যোগ্যতা।

ভেহিক্যাল মেকানিক (আর্মার্ড ফাইটিং ভেহিক্যাল) পদের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক পাশ। সঙ্গে মোটর মেকানিক ট্রেডে আইটিআই সার্টিফিকেট।

ইঞ্জিনিয়ারিং ইক্যুইমেন্ট মেকানিকের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক পাশ। সঙ্গে মোটর মেকানিক ট্রেডে আইটিআই সার্টিফিকেট। অথবা বিএসসি। অন্যতম বিষয় হিসেবে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্গক পড়ে থাকতে হবে।

মেশিনিস্ট পদের ক্ষেত্রে মেশিনিস্ট বা টার্নার বা মিল রাইট বা প্রিসিশন গ্রাইন্ডার ট্রেডে আইটিআই সার্টিফিকেট।

ফিটার ও ভেহিক্যাল মেকানিক (মোটর ভেহিক্যাল) পদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আইটিআই সার্টিফিকেট।

লোয়ার ডিভিশন ক্লাকের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমি। সঙ্গে কম্পিউটারে ইংরেজিতে মিনিটে ৩৫টি শব্দ বা হিন্দতে মোট ৩০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে।

ট্রেডসম্যান মেট পদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক বা সমতুল।

লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক ও ট্রেডসম্যান মেট ছাড়া বাকি সবক'টি পদের ক্ষেত্রে প্রাক্তন সমরকর্মীদের গ্রেড–ওয়ান যোগ্যতা থাকতে হবে এবং সবক্ষেত্রেই ভারত সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের ডিরেক্টরেট জেনারেল অব এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং স্বীকৃত ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ট্রেনিং ইন দ্য ভোকেশনাল ট্রেডস সার্টিফিকেট থাকলে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে।

বয়স : ২৩–১০–২০১৬ তারিখে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা সঙ্গে গ্রেড পে ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক, ভেহিক্যাল মেকানিক (আমার্ড ফাইটিং ভেহিক্যাল) ও ইঞ্জিনিয়ারিং ইক্যুইমেন্ট মেকানিক পদের ক্ষেত্রে ২,৪০০ টাকা, মেশিনিস্ট, ফিটার, ভেহিক্যাল মোকনিক (মোটর ভেহিক্যাল) ও লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদের ক্ষেত্রে ১,৯০০ টাকা এবং ট্রেডসম্যান মোট পদের ক্ষেত্রে ১,৮০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ১৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় এবং পদ অনুসারে প্র্যাকটিক্যাল টেস্ট বা ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান এ–ফোর মাপের সাদা কাগজে টাইপ করিয়ে নেবেন। পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

- ২ কপি পাসপোর্ট মাপের প্রত্যায়িত ফটো। ফটো দুটি দরখাস্ত ও অ্যাকনলেজমেন্ট কার্ডের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন।
- নিজের নাম ঠিকানা লেখা ও ৫ টাকা মূল্যের ডাকটিকিট সাঁটানো একটি খাম।
- যথাযথভাবে পূরণ করা অ্যাকনলেজমেন্ট কার্ড।

দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন 'APPLICA-TION FOR THE POST OF ....' শূন্যস্তানে যে পদের জন্য দরখাস্ত করছেন তার নাম লিখবেন। ২৩ অক্টোবরের মধ্যে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে যে বেস ওয়ার্কশপের শূন্যপদে দরখাস্ত করছেন, তার নির্দিষ্ট ঠিকানায়।

www.facebook.com/alipur.barta.5
ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

নতুন ধারাবাহিক
বিকল্পিত রাজারহাট
চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫
ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

ফের বিষমদে আক্রান্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনা
ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ১ আশ্বিন – ৭ আশ্বিন, ১৪২২ ঃ ১৯ সেপ্টেম্বর – ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 47, 19 September - 25 September, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

মুক্ত হল চেপে রাখা ইতিহাস

ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী

চিতাভস্মের কষ্টকল্পিত কাহিনী কিংবা স্ট্যালিন জমানায় নেতাজি হত্যার আষাঢ়ে গপ্প আদালতের নির্দেশে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়ার সাহস দেখিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ সিং যাদব। ভগবানজীর যাবতীয় সামগ্রী বৈজ্ঞানিক ভাবে সংরক্ষণের জন্য ১১.৫ কোটি টাকা ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে সে রাজ্যের সরকার। বাংলাও এ ব্যাপারে আর পিছিয়ে রইল না। কলঙ্ক মোচন করলেন স্বয়ং মমতাই। বাংলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুধু ফাইল প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলেন না, এমনকী নেতাজি তথ্য যে মানুষের জানবার অধিকার আছে তাকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে এক ঝাঁক সাংবাদিক আর নেতাজি অনুরাগীদের ভীড়ে একদা রাজা রামমোহন রায়ের বসতবাটি আজকের পুলিশ মিউজিয়াম ঐতিহাসিক নেতাজি ফাইল প্রকাশের সাক্ষী হয়ে রইল। বিভিন্ন নেতাজি গবেষক, লেখক, অনুরাগী, সংগঠন মুখ্যমন্ত্রীর এই ভূমিকার প্রশংসা করেছে। যদিও অধিকাংশের মনে ফাইলগুলির যথাযথ রূপ সম্পর্কে আশঙ্কা রয়ে গিয়েছে। কারণ সাংসদ সুগত বসু একদা নেতাজি অনুরাগীদের ফাইল প্রকাশের আন্দোলনকে 'নন ইস্যু' বলে বিদ্রুপ করেছিলেন। যদিও রাজ্যসভার সদস্য সুখেন্দু শেখর রায় এবং বহিস্কৃত সাংসদ কুণাল ঘোষ নেতাজির তথ্য প্রকাশের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন।

১৮ সেপ্টেম্বর সকালে কলকাতা পুলিশের মহাফেজখানায় উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজি ফাইলের ডিজিটালাইজড সিডির কপি তুলে দিলেন একদা তাঁরই দলের সাংসদ তথা নেতাজি পরিবারের সদস্যা কৃষ্ণা বসুর হাতে। সেই সঙ্গে তুলে দেওয়া হল সাংবাদিকদের হাতে। নেতাজি গবেষকদের দাবি কৃষ্ণা বসুর হাতে নেতাজি ফাইলের কপি তুলে দিয়ে মমতা এক ঢিলে দুই পাখি মারলেন। কারণ, কৃষ্ণা বসু ও তাঁর পুত্র বর্তমান সাংসদ সুগত বসু চিরকালই নেতাজি ফাইল প্রকাশের বিরুদ্ধে ছিলেন। এমনকী তাঁরা এখনও ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুকে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অথচ সেই কৃষ্ণা বসুই মমতার ছোঁয়ায় ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে বলতে শুরু করেছেন নেতাজি ফাইল প্রকাশ করা দরকার। এমনকী কেন্দ্রের হাতে থাকা গুরুত্বপূর্ণ নেতাজি ফাইলগুলিও দ্রুত জনসমক্ষে আনার দাবি জানিয়েছেন। তবে পাশে দাঁড়িয়ে মমতা বুঝিয়েছেন এ দাবি কৃষ্ণা বসুর নয়। তিনিই এই দাবিকে দলের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এমনকী বলেছেন, 'আমি যদি পারি নরেন্দ্র মোদি পারবেন না কেন?'

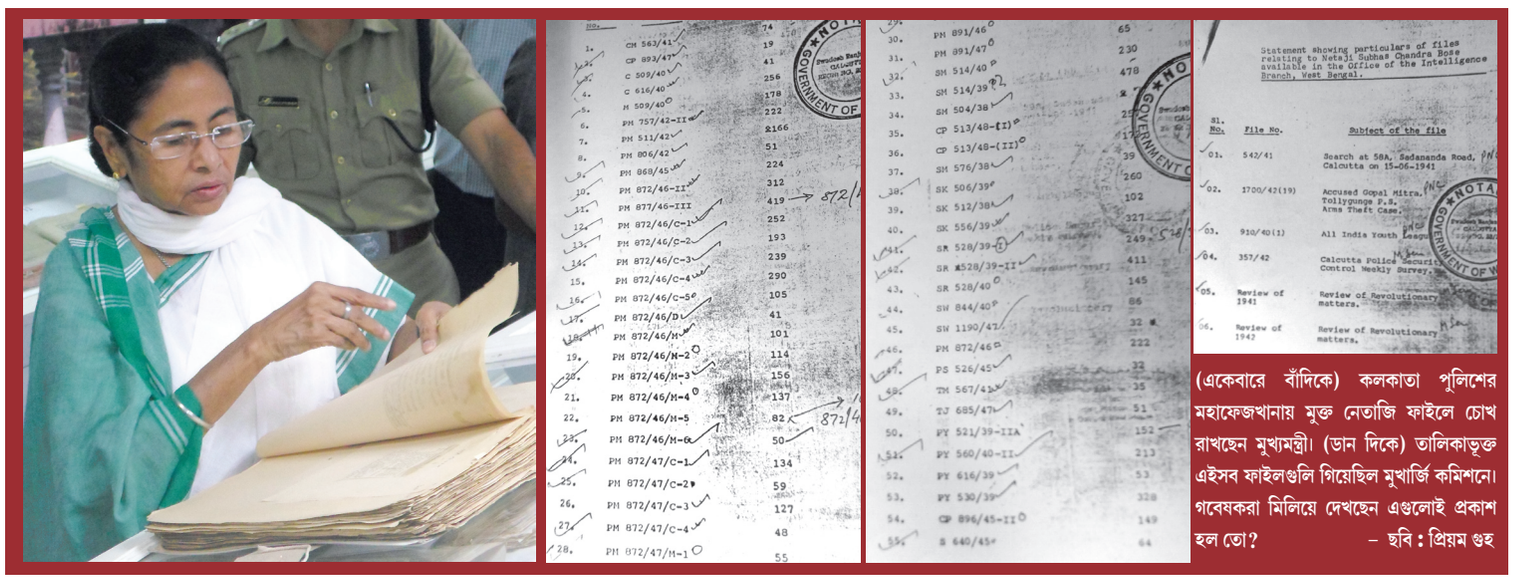

যাই হোক নেতাজি গবেষক এবং আপামর ভারতবাসীর দীর্ঘ আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত রাজ্যের হেফাজতে থাকা গোপন ফাইল ৬৮ বছর পরে আলোর মুখ দেখল। চটজলদি প্রতিক্রিয়ায় গবেষকরা জানিয়েছেন স্বাধীনতার বহু বছর পরেও নেতাজি পরিবারের ওপর সরকারের নজরদারি এবার

No.	File No.	Subject of the file
01.	542/41	Search at 58A, Sadananda Road, Calcutta on 15-06-1941
02.	1700/42(19)	Accused Gopal Mitra, Tollygunge P.S. Arms Theft Case.
03.	910/40(1)	All India Youth League
04.	357/42	Calcutta Police Security Control Weekly Survey.
05.	Review of 1941	Review of Revolutionary matters.
06.	Review of 1942	Review of Revolutionary matters.

(একেবারে বাঁদিকে) কলকাতা পুলিশের মহাফেজখানায় মুক্ত নেতাজি ফাইলে চোখ রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী। (ডান দিকে) তালিকাভূক্ত এইসব ফাইলগুলি গিয়েছিল মুখার্জি কমিশনে। গবেষকরা মিলিয়ে দেখছেন এগুলোই প্রকাশ হল তো? – ছবি : প্রিয়ম গুহ

উল্টে দেখুন, ইতিহাস পাল্টে গিয়েছে

কাঠগড়ায় উঠতে চলেছে। এমনকী বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর প্রচারকেও নস্যাৎ করে দিচ্ছে ফাইলের কাগজপত্রগুলি। এবার নিঃসন্দেহে তৎকালীন রাজ্য সরকারের কংগ্রেসী নেতা মন্ত্রীরা এইসব ফাইলের ধাক্কায় বেসামাল হতে চলেছেন। আরও নানা বিস্ফোরক তথ্য নিশ্চয়ই গবেষকরা ধীরে ধীরে ফাইল থেকে উন্মোচন করবেন। প্রকাশিত হবে আরও কুকীর্তি। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়ে দিয়েছেন সদিচ্ছা থাকলে এবং কোনও দুরভিসন্ধি না থাকলে পূর্বতন রাজনীতিকদের পাপ বহন করা এই প্রজন্মের উচিত নয়। এখন দেখার কেন্দ্রীয় সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথে হেঁটে জনগণের সামনে নিজেদের পাপ স্খলন করতে উদ্যোগী হয় কি না।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে কলকাতার নেতাজি গবেষকদের সংগঠন 'নেতাজি চেতনা মঞ্চ'। তারা আগামী দিনে যাবতীয় ফাইল খুঁটিয়ে দেখবেন বলে জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নেতাজির ব্যাপারে আরও কিছু পদক্ষেপের দাবি জানাবে মঞ্চ। মুখ্যমন্ত্রী আগামী দিনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের নামকরণ নেতাজির নামে অথবা আজাদহিন্দের নামে করার জন্য রাজ্য যাতে রাষ্ট্রপতির কাছে আর্জি জানায় সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ জানাবেন তারা। এছাড়াও ভারতীয় সেনা বাহিনী 'ইন্ডিয়ান আর্মি'র নামকরণ যাতে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' হয় এবং নেতাজিকৃত আন্দামান ও নিকোবরের নামকরণ শহিদ দ্বীপ ও স্বরাজ দ্বীপ ফিরিয়ে আনা হয় তার দাবিও 'নেতাজি চেতনা মঞ্চ'র তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানানো হবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। দেশের মানুষ এই সব দাবিতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দফতরে ই-মেল, চিঠি, ট্যুইটার ইত্যাদি যাতে পাঠায় সেই অনুরোধ রাখা হয়েছে মঞ্চের তরফ থেকে। কারণ এই নাম পরিবর্তন হলে একদিকে যেমন নেতাজি ও আজাদহিন্দের প্রতি সুবিচার করা হবে তেমনি বৈদেশিক সম্পর্ক খারাপ হওয়ার কোনও আশঙ্কা থাকছে না।

২৫ সেপ্টেম্বর বারাকপুরের নীলগঞ্জে যেখানে ১৯৪৫ সালে আজাদহিন্দ বন্দি শিবিরে দেড় হাজারের ওপরে আজাদি জওয়ানদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল সেখানে প্রতি বছর আজাদহিন্দ স্বেচ্ছা সৈনিক পরিষদের উদ্যোগে শহিদ স্মরণ হয়ে থাকে।

যখন কেউ পাশে থাকেনি তখন আলিপুর বার্তা নেতাজি তথ্য প্রকাশে ধারাবাহিকভাবে যে লড়াই চালিয়েছে আজ মুখ্যমন্ত্রী তাকেই স্বীকৃতি দিলেন।

নেতাজি সংক্রান্ত আরও খবর আগামী সপ্তাহে।

দিনগুলি মোর ...

সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ দিনগুলি মোর। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের খবর দিয়ে শুরু হল সপ্তাহটা। বহুদিনের অবহেলিত দাবি কিছুটা পূর্ণ করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবাদিক সম্মেলনে সরাসরি জানিয়ে দিলেন রাজ্যের হাতে থাকা নেতাজি সংক্রান্ত ৬৪টি ফাইল জনগণের জন্য প্রকাশ করে দেবেন। ধন্য মা মাটি মানুষের মুখ্যমন্ত্রী। শুধু একটাই অনুরোধ প্লিজ এটা নিয়ে রাজনীতি করবেন না।

রবিবার : বিস্বাদ হয়ে গেল সকালের চায়ের স্বাদটা। প্রাণঘাতী বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল মধ্যপ্রদেশের ঝারুয়ার সকালটা। কারণ বিশ্লেষণে সময় লাগবে। স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে ঘটনাটাও। কিন্তু ৯০ জনের বেশি ভারতবাসীর মৃত্যুই তো আসল ক্ষতি। তা পূরণ হবে কি দিয়ে!

সোমবার : রাজনৈতিক মদতে জমি দখল এ রাজ্যের ক্রনিক ব্যাধি। এই ব্যাধিতে সবচেয়ে আক্রান্ত রেল, বন্দর ও সেচ। ব্রেসব্রিজের জমি দখল করে স্টুডিও সেই ব্যাধিরই একটি ক্ষত। ক্ষমতাশালী থেকে হতদরিদ্র রাজনৈতিক মদতে কাউকেই ওঠানো যায় না। অতএব আসল দায়ী রাজনীতিকরাই।

মঙ্গলবার : সেই দখলদারীর কাহিনী। ফকিরচাঁদ কলেজের ইউনিয়নের দখল নিতে গিয়ে ধৃত বিধায়ক দীপক হালদার। মুখ পুড়ল দলের, ফের মুখ পুড়ল রাজ্যের।

বুধবার : রেড রোডের ধারে ফের সুড়ঙ্গের খোঁজ। সন্ত্রাসের আবহে বিপদের গল্প। নাকি বহু পুরোনো ব্রিটিশ আমলের কাটা সুড়ঙ্গ। খোঁজ চলছে। কিন্তু চিন্তা যাচ্ছে না প্রশাসনের কারণ খবর মিলেছে এবার কলকাতাকে টার্গেট করতে পারে জেহাদি জঙ্গিরা।

বৃহস্পতিবার : ডেঙ্গি বাড়ছে কলকাতায়। কিছুতেই যেন সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। পুরসভা প্রচারের পাশাপাশি আসল কাজে তেমন তৎপর নয় বলেই অভিযোগ কলকাতাবাসীর। কিন্তু আসল হল নাগরিক সচেতনতা। আবর্জনা জমানোয় জুড়ি নেই কলকাতাবাসীর। ফলে পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে। নিজে পাল্টান, দুনিয়া পাল্টাবে।

শুক্রবার : ৩৪ বছরের বাম জমানায় লাল পতাকা স্তব্ধ করে দিয়েছে রাজ্যের কলকারখানাগুলিকে। তৃণমূল শাসনেও শিল্পের ছবিটা মোটেই সুবিধের নয়। তাও কলের দেবতার আরাধনায় খামতি নেই। এবার আবার গণেশ ভাগ বসিয়েছে বিশ্বকর্মার পুজোয়।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকেই কুনজরে দীপক হালদার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফকিরচাঁদ কলেজ–কান্ডের জেরে ডায়মন্ডহারবারের তৃণমূল বিধায়ক দীপক হালদারকে সাসপেন্ড করল দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। তাঁকে দল ও বিধায়ক পদ থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। বুধবার দুপুরে কমিটির পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিধানসভায় থাকাকালীন এই সংবাদ পান দীপক। পরে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'আমি এখনও অফিসিয়ালি সাসপেনশনের কোনও চিঠি পাইনি। তবে আমি দলীয় সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নিলাম। দল সবার উর্দ্ধে। আমি কোনও নেতার অনুগামী নই। একমাত্র দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগত। আমি পুলিশের দিকে আঙুল তুলে ভুল করেছি। তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। দলের নেতারা আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। তবে আমি দলের বাইরে থাকলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতি আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ থাকব।'

এদিন সকালে ফকিরচাঁদ কলেজে দলের গোষ্ঠী সঙ্ঘর্ষে জখম ছাত্র সৌভিক মণ্ডলকে দেখতে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে যান দীপক। সৌভিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। সৌভিকের মাথার চোট গুরুতর। হাসপাতাল থেকে তিনি চলে যান দলের নেতা ফিরহাদ হাকিম, শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে। নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলার সময়ও তিনি শাস্তির মুখে পড়তে চলেছেন বলে অনুমান করতে পারেন নি। এরপর তিনি বিধানসভায় যান। সেখানে দীপক দলীয় সিদ্ধান্ত জানতে পারেন। এদিন বিধানসভায় অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিধায়ক দীপক হালদারের গ্রেফতারের খবর পেয়েছি। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পদ্ধতি শুরু হয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

পুজোয় জঙ্গি টার্গেটে কলকাতা

কুনাল মালিক

আগে একটা ধারণা ছিল জঙ্গিদের সেফ করিডর পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতায় জঙ্গিরা বড় কোনও নাশকতা ঘটাবে না। কিন্তু বর্ধমানের খাগড়াগড় কান্ডের পর সেই ধারণা পাল্টে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা তদন্তে উঠে এসেছে নানা তথ্য। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, দুবাই, আফগানিস্থানের সঙ্গে এ রাজ্যের জেহাদি জঙ্গিদের যে আন্তর্জাতিক যোগ রয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিভিন্ন গোয়েন্দা রিপোর্টে। খাগড়াগড় কান্ডের পর বেশ কয়েকজন পান্ডাকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা গ্রেফতার করে নানা তথ্য পাওয়ায় জঙ্গিদের আঁতুড়ঘর পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠনগুলো রীতিমতো বে–কায়দায় পড়ে গিয়েছে। তারপর কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদির বিজেপি সরকার গঠনের পর, নতুন করে বিভিন্ন জেহাদি গোষ্ঠী ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিয়ে এ রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুবকদের মগজধোলাই শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর বাংলাদেশের সাতক্ষীরায় বসে জেহাদি জঙ্গিরা এ রাজ্যে বড় ধরনের নাশকতার ছক কষছে। জামাত–উল–মুজাহিদিন, জেএমবি, আনসারুল্লা বাংলা টিম, শহিদ হামজা ব্রিগেড, এ রাজ্যের ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন এক যোগে ইসলামিক মৌলবাদী সন্ত্রাস ঘটানোর পরিকল্পনা করছে। তার সঙ্গে জানা যাচ্ছে বাংলাদেশ–পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের ইসলামিক স্টেট জাল বিছানোর ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর পুজোর মরশুমে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতাকে টার্গেট করতে পারে জঙ্গিরা। জনবহুল মার্কেট, রেলস্টেশন, হাসপাতাল চত্বর, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এই টার্গেটের মধ্যে পড়তে পারে। কোনও রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা জনপ্রতিনিধিও টার্গেট হতে পারে জঙ্গিদের। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ইতিমধ্যেই

রাজ্য সরকারকে সতর্ক বার্তা সম্বলিত রিপোর্ট পাঠিয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় বিএসএফের নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। নদীপথেও বিএসএফ ও উপকূল রক্ষীবাহিনী তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে। অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে জঙ্গলমহলে মাওবাদীরা ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তারা জঙ্গলমহল ও কলকাতায় বড় কোনও নাশকতা মূলক ঘটনা ঘটাতে পারে বলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাসূত্রে জানা যাচ্ছে।

মাধবনগর থেকে ঠাঁই দিল্লির পতিতালয়ে

মেহেবুব গাজি

কান্না ভেজা কাহিনী ১

চারিদিকের আকাশ কালো হয়ে আসছে। এদিকে বাবার জ্বরটা আরও বেড়ে চলেছে। বাড়িতে কেউ নেই। ছোট্ট একটি কুঁড়ে, আস্তানা বলে সম্বল এটাই। টানা দুদিন উনুন এ হাঁড়ি ওঠেনি। পেটে অন্ন বলতে মুড়ি আর চিনি। পনেরো বছর বয়সি মেয়েটি অগত্যা বাজারে গেল বাবার ওষুধ কিনতে। আর ওষুধ কিনতে গিয়েই ঘটে গেল এক বিপত্তি। দোকানে গিয়ে এক মধ্যবয়স্কা মেয়ের সঙ্গে আলাপ। আলাপচারিতার মধ্যে উঠে এল আত্মীয়তার বন্ধন। তারপর ওখান থেকেই গেল একটা কাছে পিঠে খাবারের দোকানে। আর মনে পড়ছে না ওই কিশোরীর। সে কোথায় গেল, কি বা ঘটনা ঘটল। ওই কিশোরী যখন চোখ খুলল সে দেখল একা একটা ঘরে। ভেতরে শুধু একখানা আলমারি, খাট, আর একটি ভাঙাচোরা আয়না। বাইরে থেকে ঘরবন্দি। কিছুক্ষণ পরে একজন মধ্যবয়স্কা মাসি এলো, হাতে একখানা খাবারের প্লেট বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'এ লে বেটি, জলদি খানা খাকে কাম পে লাগ যা।' ওই মহিলাকে প্রশ্নে কিছু জানতে চাইলে রক্তচক্ষু করে বলে ''জাদা নাটক মাত কর নেহিতো অ্যায়সা মার মারুঙ্গা জিন্দেগি ভর ইয়াদ রাখে গি।'' ইয়ে দিল্লি হ্যায় ইহা যো ভি আতা হ্যায় ও কভি লটকে নেহি যাতা হ্যায়। কিছুক্ষণ পর একটি ছোকরা আসে হাত ধরে টেনে ঘর থেকে বাইরে বের করে নিয়ে গিয়ে একটি ছোট্ট মার্কেটের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। চারিদিকে ছোট ছোট মার্কেট, কোনটার নাম ঋষি বঙ্কিম, আবার কোনটা মা সারদাময়ী। তিনতলা সমান এই বাড়ির মার্কেটের নিচে দু'ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকশো কিশোরী। পাছে একজনের কাছে জানতে পারলো সে এটা একটা নিষিদ্ধ পল্লি। জায়গাটা দিল্লির জি বি রোড। ভারতবর্ষের আর পাঁচটা নিষিদ্ধ পল্লির মতো তবে বেশ বড়। শোনামাত্রই সে হতভম্ব হয়ে গেল। সে আরও জানল এখানে দুটো মার্কেট, একটা দুশো আরেকটা পাঁচশো। এটা কোন মার্কেট জানতে চাইলে বলে পাঁচশোর মার্কেট। এখানে সব ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সি মেয়েদের দেখা পাওয়া যাবে। আর বাকিদের দুশোর লাইনে। প্রথম দিন অস্বীকার করতে চাইলে সারা রাত ধরে সিগারেটের ছ্যাঁকা, মারধর, এমনকি না খাইয়ে হাত পা বেঁধে লাগাতার ধর্ষণ করা হয়।

মানুষ কি ভাবে পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে বর্বরতার পরিচয় দেয় তার অভিজ্ঞতা এখান থেকে সঞ্চয় হয়। এইভাবে দিনের পর দিন চলতে থাকে নানা অত্যাচার।

দীর্ঘদিন কেটে যায়। খোঁজ তল্লাশি চলে বাড়িতে। স্থানীয় কাকদ্বীপ থানায় নিঁখোজ ডায়েরি হয়। নিশ্চিন্তপুরের মাধবনগরের ঘটনা। বাড়িতে আছে অসুস্থ বাবা, মা এক ভাই আর দুই বোন, খোঁজ চলে বিভিন্ন আত্মীয়স্বজন থেকে নিকট বন্ধু বান্ধবীদের বাড়িতে। মিলল না কোথাও খোঁজ। অপরদিকে ওই কিশোরী বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলেও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বহুবার ওই পরিবার পুলিশের দ্বারস্থ হয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। অবশেষে ছয় থেকে আট মাস কেটে যাওয়ার পর ওই পরিবার দ্বারস্থ হয় 'চেতনা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র। সংস্থার কর্ণধার সুব্রত পাণিগ্রাহী বাবা–মার কাছ থেকে মেয়ের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনার বিবরণ নেয়। পরে সুব্রত বাবু ওই মেয়ের ছবি আর সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিজস্ব সংস্থায় ফ্যাক্স করে দেয়। এমনকী পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের কাছেও নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনার বিবরণ জানান। শুরু হয় উদ্ধার কাজ। কিভাবে উদ্ধার হল সেই কিশোরী, ভয়ঙ্কর সেই প্রতিবেদন আগামী সংখ্যায়। জীবনের ঝুঁকি কে উপেক্ষা করে হাড় কাঁপানো শিউরে ওঠা কাহিনী। ক্রমশ...

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ১৯ সেপ্টেম্বর – ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

এবার নেতাজি ফাইল প্রকাশ করুন মোদি

অবশেষে এক মহা প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপকে আলিপুর বার্তার পরিবারের তরফ থেকে স্বাগত জানানো হচ্ছে। কারণ তারা দীর্ঘ দিন ধরে নেতাজি সম্পর্কে সত্য প্রকাশের জন্য দায়বদ্ধ থেকেছে। যদিও নানা মহলে সন্দেহের অবকাশ রয়ে গেল। সদ্য মুক্তি পেল ব্রিটিশ আমলের নেতাজি সংক্রান্ত কিছু নথি। বিস্তারিত বিশ্লেষণের সময় এখনও আসেনি। বহু দিনের আকাঙ্খিত নেতাজি ফাইল নিয়ে গবেষকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কৌতুহল ছিল তুঙ্গে। যে কাজ কংগ্রেস আমলে হয়নি এমনকী অকংগ্রেসি সরকারের আমলেও উপেক্ষিত ছিল তা চার বছরের মাথায় মমতার সরকার সাহসের সঙ্গে পদক্ষেপ নিলেন। প্রথম পর্যায়ে স্বাধীনতা লাভের শেষ ১০ বছরের ফাইল দেশবাসীর কাছে উন্মুক্ত হল। অনেক ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া সূত্র, বানানো মিথ্যাময় 'ইতিহাস'। এ বছরই কলকাতার রাজপথে বিভিন্ন অরাজনৈতিক সংগঠনের ডাকে নেতাজি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য অবিকৃত অবস্থায় প্রকাশের দাবিতে ধর্মতলায় একদিনের অনশন অবস্থান করা হয়। রাজ্যপালকেও দাবিপত্র পাঠানো হয়েছিল। বোস পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তিন বার বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করেছিল একই দাবিতে কলকাতার রাজপথে। নেতাজি তথ্য প্রকাশের দাবিতে বিভিন্ন স্থানে স্বাক্ষর সংগ্রহের ঘটনাও ঘটে। অরাজনৈতিক নেতাজি অনুরাগী ব্যক্তিদের এই সক্রিয়তা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব দিলেও দিল্লির মোদি সরকারের নীরবতা রহস্যময়। যে রাজনাথ সিং, যে নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় যাওয়ার আগে দেশবাসীর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তারা রক্ষা করেননি আজও।

পথ দেখালেন মমতা। নেতাজি অনুরাগী মানুষজন স্বাভাবিক ভাবেই খুশি। এর পর একের পর এক দলিলে অনেক অজানা সত্য হয়তো বা প্রকাশিত হতে পারে। নেতাজির গৃহত্যাগ, আজাদহিন্দ সেনানীদের প্রতি কারা বিশ্বাসঘাতকতা করল যখন সীমান্তে তাঁরা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত, ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের নানা নজরদারির খবর হয়তো অবিকৃত অবস্থায় দেশবাসীর কাছে প্রকাশ পাবে। স্বাধীনতার পরবর্তী কালের ১৯৬৮ পর্যন্ত যাবতীয় ফাইল অবিকৃত অবস্থায় প্রকাশিত হলে জানা যাবে অনেক সত্য যা এতদিন দেশবাসীর কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। নেতাজির চরিত্র হনন, চিতাভস্ম আনার চক্রান্ত, শৌলমারী আশ্রম নিয়ে গোয়েন্দা তৎপরতা, নেতাজি নিয়ে সত্য কথা বলার অপরাধে ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারির ওপর নির্যাতন করার নেপথ্য তথ্য হয়তো প্রকাশ পাবে। অনেক প্রত্যাশা নিয়ে দেশবাসী তাকিয়ে আছে কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে। বহু তথাকথিত দেশ নেতার ভাবমূর্তি ভেঙে খান খান হয়ে যেতে পারে। তবুও সত্যের সূর্যস্নাত পথে প্রকাশিত হোক সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী যোদ্ধা নেতাজির অজ্ঞাত জীবনগাথা।

অমৃত কথা

যে বনে বাঘ প্রবেশ করে, সে বন থেকে অন্যান্য জানোয়ার তার ভয়ে পালিয়ে যায়, তেমনি যার অন্তরে ঈশ্বরে অনুরাগ এসেছে, সে হৃদয়ে লোভ, কাম, ক্রোধাদি এসব থাকতে পারে না, পালিয়ে যায়।

ঈশ্বরে অনুরাগ, টান–ভালোবাসা এসব দরকার। তাঁর প্রতি অনুরাগ হলেতাঁকে পাওয়া যায়। যেমন ব্যাঙের মুন্ডু পুড়িয়ে কাজল করে চোখে দিলে চারদিকে সাপ দেখা যায়, তেমনি যার ঈশ্বরে অনুরাগ জন্মেছে সে সকল জিনিসে হরিময় দেখে।

অনুরাগ হলেই ঈশ্বর লাভ হয়। তাঁর জন্য খুব ব্যাকুলতা চাই। ব্যাকুল হলে সমস্ত মনটা তাতে নিমগ্ন হয়।

দেহের সুখ–দুঃখ যাই হোক ভক্তের জ্ঞান–ভক্তি ঐশ্বর্য থাকে। সে ঐশ্বর্য কখনও যায় না। দেখো না, পাণ্ডবদের অতো বিপদ, কিন্তু বিপদে তারা একবারও চৈতন্যহারা হলো না।

জ্ঞানী কেবল ঈশ্বরের কথা ভালোবাসে, বিষয়ের কথা হলে তার বড় কষ্ট হয়। কিন্তু বিষয়ীরা আলাদা লোক, তাদের অবিদ্যা পাপড়ী খসে না। তাই ঘুরে ফিরে ওই বিষয়ের কথা এনে ফ্যালে।

বিষয়–বুদ্ধি ত্যাগ না করলে চৈতন্য হয় না, ভগবান লাভও হয় না, থাকলেই কপটতা আসে। সরল না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না।

জনক রাজা ওমনি মুখে বললেই হওয়া যায় না। জনক রাজা হেঁট মুখ হয়ে আগে নির্জনে কত তপস্যা করেছিলেন। জনক নির্লিপ্ত বলে তাঁরআর একটা নাম বিদেহ–কিনা দেহে দেহ–বুদ্ধি নেই। জনক সংসারে থেকেও জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়াতেন। দেহ–বুদ্ধি যাওয়া অনেক দূরের কথা। খুব সাধনা চাই।

জনক ভারী বীরপুরুষ। দুখানা তলোয়ার ঘোরাতেন। একখানা জ্ঞানের আর একখানা কর্মের। একদিকে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান আরএকদিকে সংসারের কর্ম করছে। জনক রাজার সভায় একটি ভৈরবী এসেছিল। স্ত্রীলোক দেখে জনক রাজা হেঁটমুখ হয়ে চোখ নীচু করে রইলেন। ভৈরবী তাই দেখে বলেছিলেন, 'হে জনক! তোমার এখনও স্ত্রীলোক দেখে ভয়'। পূর্ণ জ্ঞান হলে পাঁচ বছরের ছেলের মতন স্বভাব হয়, তখন স্ত্রী পুরুষ বলে ভেদ বুদ্ধি থাকে না।

সরলতা লাভ করা পূর্ব জন্মের অনেক তপস্যা না থাকলে হয় না। দেখো না– ভগবান যেখানেই অবতীর্ণ হয়েছেন সেখানেই সরলতা। দশরথ কতো সরল! নন্দ ঘোষ কত সরল।

ভগবান সরলতা প্রিয়। তাঁকে সরল শুদ্ধ মনে সোজা পথে ডাকো – নিশ্চয়ই তাঁকে পাবে।

ফেসবুক বার্তা

কলকাতা এবং হলদিয়া বন্দরের নাব্যতা কমে যাওয়ায় এখানে জাহাজের সংখ্যা বর্তমানে ক্রমশই কমে আসছে। অথচ ফেসবুক চিত্রে উঠে আসা এই ছবিটিতে চিত্রিত হচ্ছে এমনই এক কলকাতা বন্দর যা জাহাজে এবং খালাসিতে পরিপূর্ণ থাকতো ব্যবসার আধার হয়ে।

জমি অধিগ্রহণ : পুলিশ–হার্মাদ সন্ত্রাস

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

গত সপ্তাহে রাজারহাট–নিউটাউন প্রকল্প নিয়ে প্রমোদ তথ্য চিত্র 'আমাদের জমিতে ওদের নগরী'–র উল্লেখ করে লেখার ইতি টেনেছিলাম। এই সপ্তাহের 'কলম' শুরু করব একটি মর্মন্তুদ ঘটনার চিত্র দিয়ে। রাণু ঘোষ ৫৮ মিনিটের তথ্যচিত্রে এই ঘটনাকে তুলে ধরেছেন।

২০০৬ সালে ১৩ জানুয়ারির রাত। রাজারহাট–ভাঙরের বাসিন্দারা শীতের হাড় কাঁপুনিতে লেপ বা কম্বলের তলায়......

বিকল্পিত রাজারহাট পর্ব ৭

সল্টলেকের সঙ্গে জুড়ে রাজারহাট–নিউটাউনের আসন্ন পুরভোট। তৃণমূল কংগ্রেস–সিপিএম সহ বামফ্রন্টের মেজ সেজ ছোট দল কংগ্রেস বিজেপি এমনকি নির্দল প্রার্থীরাও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। কিন্তু রাজারহাট ভাঙড় এলাকার ভূমিপুত্ররা ভোট দিতে পারবে না। জমিহারাদের অনেকেই এই এলাকার নাগরিক নয়। তাদের জমি কেড়ে নিয়ে বহুতল আবাসন শপিং মল নির্মাণ হয়েছে। যারা বাধা দিতে গিয়েছে তাদের বুকে বেওনেটের গুলি অথবা বাসের তলায় চাপা দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। যে সব নেতা নেত্রীরা ঠান্ডা মাথায় খুন করার ছক কষেছে তারাই আবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। রাজারহাটের জমি দখলের রক্তাক্ত ইতিহাস নির্বাচন প্রার্থী এবং ভোটদাতাদের মনে করে দিতে চাই। কারণ আমাদের স্মৃতি খুবই দুর্বল।

ঘটনা ১ – ২০০৬ সালের ১৩ জানুয়ারির রাত। শীতের ঠান্ডায় আবাসনের বাসিন্দারা হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। অথবা সাউথ সিটি মলের ডিভিয়ারের গোল্ডেন সিটে বসে প্রণয়ী বা ভাড়া করা প্রণয়ীকে ব্ল্যাঙ্কেট গায়ে দিয়ে রাতের সিনেমা শো দেখাচ্ছেন। সিনেমার হিরো বা ভিলেন এমনকি রাজনৈতিক দলের দাদা নয়। স্বাভাবিকভাবেই শম্ভু সিংকে চেনার কারণ নেই। সেদিন স্থানীয় সিপিএম আশ্রিত সমাজবিরোধী শাহজাহার শম্ভুকে অপহরণ করে ন্যাশনাল হাইওয়ে–৩৪ মধ্যমগ্রামের রাস্তায় গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলে। যে গাড়িটি শম্ভু সিংকে চাপা দেয় তার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। শম্ভু সিং–এর অপরাধ সে সাউথ সিটি মল নির্মাণের বিরোধিতা করেছিল। এই মল নির্মাণের জন্য উষা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস বন্ধ হয়ে যায়। এ র ফলে ৭ হাজার কর্মী শুধু কর্মচ্যুত হয় নি। তাদের কোয়ার্টার ভেঙে দেওয়া হয়। শম্ভু সিং কোয়ার্টার ছাড়ে নি। সে হাইকোর্টে সাউথ সিটি মলের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রানু ঘোষ কোয়ার্টার নম্বর ৪/১১ নামে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন। ঘটনাটা যেখানে ঘটেছিল সেই রাস্তাটি 'ভি' সেফ, দ্রুত যান চলাচল সাধারণত করা যায় না। অথচ শম্ভুর নিথর দেহটা সেখানে পাওয়া গেল। এখানেই ঘটনার শেষ নয়। সাউথ সিটি কর্তৃপক্ষ যাদবপুর পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের অর্থের মৌনতায় স্থানীয় হার্মাদদের আক্রমণ ২৪ ডিসেম্বর ২০০৮ সালে শম্ভুর বিধবা স্ত্রী পুত্র বৃদ্ধ মাকে হাত পা বেঁধে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়। অথচ স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন নির্বিকার থাকে। এমনকি বৈদ্যুতিক মাধ্যম ও সংবাদপত্রপত্রিকায় এই অমানবিক বর্বরতার বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদী কলম ছাপা হয়নি। প্রসঙ্গত শম্ভু সিং ছিল জলাজমি ভরাট করে সাউথ সিটি ৩ এবং ৪ নম্বর টাওয়ার যে নির্মাণ করা হয়েছিল তার প্রধান সাক্ষী। তাঁর মৃত্যুর পর সাউথ সিটি মল নিয়ে মামলা ধামাচাপা পড়ে যায়। শম্ভু সিং ছিলেন স্থানীয় কর্মচ্যুত বাস্তুচ্যুতদের প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর।

ঘটনা–২ ২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগের দিন। স্থানীয় তৃণমূল কর্মী কাদের আলি খুন হয়। তাঁর অপরাধ সরকারের জমি অধিগ্রহণ নীতির বিরোধিতা করেছিল।

ঘটনা –৩ সুলঙ্গড়ী হত্যাকান্ড। ১৯৬৪ সাল থেকে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা বাগজোলা খালের আশেপাশে বসবাস করতে শুরু করে। এই খাল বোজানোর জন্য সুলঙ্গড়ী মৌজার অন্তর্গত উদ্বাস্তু ও খেটে খাওয়া কৃষকদের তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করে। সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী এবং পুলিশ প্রশাসনের যৌথ অত্যাচারে ২১ জন খুন হয়।

২০০০ সাল থেকে রাজারহাট জমি বাঁচাও কমিটি কলকাতা হাইকোর্টে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা করে। তারপর থেকে স্থানীয় ক্ষেতমজুর কৃষকদের ওপর অত্যাচার শুরু হয়। রাজারহাটে প্রকল্প নির্মাণের জন্য ঘুনি, সাত্রাগাছি, মহিষবাথান প্রভৃতি এলাকায় কয়েকশো নিরীহ আন্দোলনকারী খুন হন। ২০০১সালে ৫–৮ জুলাই ঘুনি মৌজার অন্তর্গত এলাকায় জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে স্থানীয় মহিলারা আন্দোলন সংগঠিত করে। এই আন্দোলনের ওপরও পুলিশের লাঠিচার্জ হয়। হিডকো কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত জমি গ্রাসের প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে মহিলারা আন্দোলন করেছিল।

হিডকো কর্তৃপক্ষ ৬০০ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করে সন্তুষ্ট ছিল না। নতুন টাউনশিপ গড়ার স্বপ্নে জুট মিল কলকারখানার কোয়ার্টার সবকিছু ভেঙে তছনছ করে নয়া উদারনৈতিক ভাবধারায় তারা পুর জীবনের পুণর্বিন্যাস ঘটাতে চেয়েছিল। হাইকোর্ট নতুন শহর গড়ে তোলার জন্য ৬২২ হেক্টর জমি যে বরাদ্দ করেছিল তা হিডকো কর্তৃপক্ষের কাছে যথেষ্ট নয়। সুতরাং আরো জমি চাই। হাইকোর্টের কাছে অর্ধসত্য হলফনামা দাখিল করে লেখা হয় কৃষি জমি কোনও ভাবেই ধ্বংস করা হবে না এবং জলা জমি ভরাট করা হবে না। শুকনো অচাষযোগ্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল বাগজোলার ২,০৯৫ হেক্টর জমি বুজিয়ে দিয়েছে। হিডকো অনৈতিকভাবে পূর্ব কলকাতার ৩৩টি জলাভূমি ভরাট করেছিল। ১৯৯৭–২০০০–এর মধ্যে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাকে গুরুত্ব না দিয়ে নিউটাউন প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং প্রশাসনিক জাল বিস্তারে তৎপর ছিল। জমি বাঁচাও কমিটি হাইকোর্টের নির্দেশকে কার্যকর করতে কোনও প্রকার উদ্যোগ বা সদিচ্ছা কোনওটাই দেখায় নি।

নিউটাউনশিপ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে শহর বা নগরায়নের ক্ষেত্রে মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল সবুজের সমারোহে নতুন নাগরিক জীবন, নতুন পণ্য পরিষেবা গড়ে তোলা। রাজ্য সরকার এবং হিডকো এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ডিক্রি আইনের দ্বারা বল প্রয়োগ সন্ত্রাসের আতঙ্কে একের পর এক জমি দখল করেছে। হিডকো কর্তৃপক্ষ অবশ্য দাবি করেছে যে প্রথম দিকে জমি অধিগ্রহণের কাজ শান্তিপূর্ণভাবেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু ২০০৪ সাল থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরের লালগড়ে কৃষক আন্দোলন সিঙ্গুর–নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন সক্রিয় হবার অক্সিজেন পায়। হিডকো প্রথম দিকে যে শান্তিপূর্ণ অধিগ্রহণের কথা বলেছে, তার প্রধান কারণ ছিল কোনও রাজনৈতিক দলই এই অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে স্থানীয় কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করার মতন উদ্যোগ দেখায়নি। ২০০৩ সাল থেকে সিটি স্টোরের জমি অধিগ্রহণের সময় থেকে প্রথম রাজারহাটে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন জোরদার হয়। এই বেসরকারি মল মালিকের কাছে এবং তার আশেপাশের জমি বিক্রির সময় হিডকোর জমি ক্রয়ের কৌশল ছিল চুপিসাড়ে স্থানীয় চাষিদের কাছ থেকে জমি কিনে নিয়ে বেসরকারি সংস্থাকে জমি বিক্রি করা। কিন্তু ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর অপারেশন বর্গার নাম করে রাজারহাট ভাঙর অঞ্চলে সিপিএমের কৃষকসভার যে সব সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল তারাই জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করে। হিডকো কর্তৃপক্ষ স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এবং সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর যৌথ সহযোগিতায় সশস্ত্র কায়দায় একের পর জমি লুঠ করে।

রাজারহাট নিউটাউন প্রকল্প নির্মাণের মধ্য দিয়ে সল্টলেকের সঙ্গে এই প্রকল্পকে যুক্ত করার স্বার্থে তৎকালীন রাজ্য সরকারের ইতিবাচক ভাবনাচিন্তা ছিল এই বিষয় কোনও সন্দেহ নেই। সল্টলেকে সেক্টর ফাইভের আইটি হাব এবং বিমানবন্দরের সঙ্গে সরাসরি রাজারহাটকে যুক্ত করা গেলে দ্রুত যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে এবং কলকাতার কেন্দ্রস্থলে জনবসতির চাপ কমবে। এই কারণে কলকাতা মেট্রোপলিটনের সম্প্রসারণের জন্য রাজ্য সরকার রাজারহাটের জমি অধিগ্রহণের নীতি নিয়েছিল। নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতির বিকাশের স্বার্থে এবং বিদেশি পুঁজির বিলগ্নীকরণের জন্য ৯০–এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে রাজ্য সরকার মরিয়া হয়ে ওঠে। তারা ভুলে যায় অতীতের 'গণ রাজনীতির' আন্দোলন। 'মেহনতী মানুষের হাতিয়ার বামফ্রন্ট সরকার', 'কাজ নয় ট্রেড ইউনিয়ন করো', আর 'আসি যাই মাস পয়লা মাইনা পাই' এই তথাকথিত বামপন্থী মনোভাব বামফ্রন্ট সরকারের তিনটি স্থিতিকাল পর্বে পশ্চিমবঙ্গের যে ক্ষতি করার তা করে দিয়েছে। বিলম্বে হলেও এই বাম নেতাদের এই বোধোদয় নিচুতলার কর্মীদের বিশেষ করে ক্ষেতমজুরদের স্বার্থে আঘাত করে। পুঁজির বিলগ্নিকরণের মাধ্যমে রাজ্যের শিল্প জোয়ারের স্বপ্ন এবং কৃষির সর্বনাশ করা এই সুবিধাবাদী এবং ভোগী দ্বিচারিতার নীতি রাজ্যের মানুষ কেন মেনে নেবে?

হিডকোর বস এবং তৎকালীন আবাসন মন্ত্রী গৌতম দেবের পরামর্শ ছিল রাজ্যের প্রধান দুই বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেসের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়ার মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন যাতে চাষিদের দ্বারা কোনও ভাবেই গড়ে না ওঠে তার প্রয়োজনীয় কৌশল গ্রহণ করা। দলীয়ভাবে প্রতিরোধ আন্দোলন বন্ধ করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেসের নেতা এবং স্থানীয় বিধায়কদের ব্যক্তিগত সংসদীয় সৌজন্যমূলক রাজনীতির নামে টাকার গোপন লেনদেনের খেলাও শুরু হয়। কিন্তু তৎকালীন বিরোধী নেত্রী তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভয়ে বিধায়ক টাকা খেয়েও আন্দোলন বানচাল করে দিতে পারে নি। গৌতম দেব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনার টেবিলে বসে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোনওভাবেই রাজি করাতে পারেননি। সেই সময় রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসকে কায়দা করার জন্য দুর্বুদ্ধি বা চালাকির ছল নিয়েছিলেন গৌতমবাবুরা। তথাপি স্থানীয় কৃষক ক্ষেত মজুরদের সঙ্গে কোনওভাবেই আলোচনায় বসার চেষ্টা করেন নি। তারা প্রান্তিক মানুষ – বুদ্ধি কম। এদের কথার কিছু মূল্য আছে। মনে পড়ে প্রাক্তন আবাসন মন্ত্রী ও ২০১১র জনাদেশে পরাজিত গৌতমবাবু ৬০–৭০ এর দশকে এই কম বুদ্ধির মানুষ খেপিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন। রাজনীতির অর্থনীতিতে ফুলে ফেঁপে গিয়েছিলেন। উত্তর ২৪ পরগনার মানুষকে খেপিয়ে রাজনীতির কারবার শুরু করেছেন। কিন্তু এই কারবারের খরিদ্দার জন গণেশ কী আপনাকে বিশ্বাস করে? একটু ভাবুন রাজারহাটের প্রান্তজদের সর্বনাশের অন্ধকার স্মৃতি।

বার্মায় নেতাজির চরণ চিহ্ন

সঞ্জয় ঘোষ

আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে ভারতীয় জীবন বিমার চাকরি থেকে তিনি অবসর নেবেন আর অমনি আমার একটা স্বপ্ন পূরণ হয়ে যাবে– ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ। রেঙ্গুনে গিয়ে দিনকতক থাকব। তিনি কথা দিয়েছিলেন, রিটায়ারের পরেই আমাদের সব বর্মায় নিয়ে যাবেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, অবসরের ঠিক পরে পরেই তাঁর অকাল প্রয়াণ আমাদের সে স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি। সব হিসেব ওলট–পালট হয়ে গিয়েছিল। আসলে তাই হয়। মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর এক। এটাই নিয়ম।এ জন্যই ইংরেজিতে প্রবাদ রয়েছে 'হোয়াট ম্যান প্রোপোজেস, গড দিসপোজেস'। বিধাতার আশ্চর্য খেয়াল, অন্যথায় আমার একটা চমৎকার বিদেশ–ভ্রমণ হয়ে যেত।

আসলে পিতৃদেবের কথা বলছিলাম। জন্মভূমি বর্মার সঙ্গে তাঁর ছিল নাড়ির টান। সব সময় সেই দেশের কথা বলতেন। সে দেশের স্মৃতিচারণ করতেন। কত কথা, কত গল্প। কত মজার মজার ঘটনা। তবে সব থেকে গর্ব করতেন, একটি ছোট স্মৃতিকে ঘিরে। সে গর্ব তার চিরদিন ছিল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

তিনি তাঁর 'বাবার সঙ্গে খুব ছোট বয়সে যাঁর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলেন, তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং নেতাজি সুভাষ। রেঙ্গুনে বাড়ির খুব কাছেই একটা বড় মাঠ ছিল। সেই মাঠে নেতাজি এসেছিলেন সভা করতে। আর সেই সভায় স্থানীয় সব ভারতীয়রা জড়ো হয়েছিল। সেটা সম্ভবত ১৯৪১ সাল। যদিও সালটা তিনি সঠিক মনে করতে পারেননি। কারণ, তখন তাঁর বয়স মাত্র বছর চারেক। তবু আবছা হলেও নেতাজিকে তাঁর কিন্তু মনে ছিল।

'৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের যখন লোকান্তর হয়, তখনও বর্মায় বাঙালি মহলে রীতিমতো সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সে কথাও তিনি মনে করে বলতেন।

তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয়ে গিয়েছে, তখন তিনি বর্মা থেকে কলকাতা চলে আসেন। এমন এক সময় তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে ভারতে আসছিলেন যখন জলপথ, আকাশপথ – সব পথ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। অতএব, সেই পথ বাবাকে আসতে হয়েছিল পায়ে হেঁটে। সঙ্গে আরও অনেক লোক। অনেক আত্মীয় স্বজন, চেনা পরিচিত, অনেক অনেক বাঙালি পরিবার। মণিপুরের ভেতর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করলেন তাঁরা। সেই পথ কী ভয়ঙ্কর, পদে পদে মৃত্যুর কী হাতছানি – বাবা চিরদিন সেইসব অভিজ্ঞতার কথা বলতেন। বলতেন পথে খাবার নেই, জল নেই, আলো নেই, ওষুধ–বিষুধ নেই। কী সব এক একটা বিভীষিকার দিন! কী ভয়াবহ! কী দুঃসহ যন্ত্রণা। আর কান্নার হাহাকার। আছে দস্যুর ভয়। লুঠেরার দল পথে হায়নার মতো ঘুরছে। যখন তখন হানা দিচ্ছে যেখানে সেখানে। একটা বাঙালি পরিবার তাদের অসুস্থ মেয়েকে অসহায় অবস্থায় ফেলে তার মায়া কাটিয়ে চলে গেল। তাকে সঙ্গে নিয়ে গেল না। মানে, চলে যেতে বাধ্য হল। মেয়ে চিরদিনের জন্য পড়ে রইল ওই বিজন বন পথে! প্রিয় পাঠক, ভাবুন একবার!

বাবা বলতে লাগলেন অনেক কষ্টে এলাম ইম্ফল পথে কী খেতাম, সে তুমি ভাবতেও পারবে না। একরকম বুনো শিপির ঝোল আর ভাত। খেলে বমি উঠে আসে। রেঙ্গুনের মত বৈভব ছেড়ে একেবারে পথের ভিখিরি। মুখে তোলা যায় না এমন সব খাবার খাওয়া। তাও যখন তখন। সময়ের ফাদার–মাদার নেই।

তবু খেতে হত। ওই সব ছাইভস্ম গিলতে গিলতে চলে এলাম শিলচর। অর্থাৎ, অসমে। সেইখানে এসে অত ছোট বয়সেই আমি আমার বাবাকে হারালাম। মাকে আগেই হারিয়েছিলাম। দু'তিন বছর বয়সে। এবার বাবা চলে গেলেন আজে বাজে অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে রক্ত আমাশায়। আর যুদ্ধের সময়। তখন কোনও ওষুধ নেই। আমি বাবার ধুতি থেকে চোর কাঁটা তুলতে তুলতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, জানি না। ঘুম থেকে উঠে শুনলাম, বাবা আর নেই। তাঁকে তখন দাহ করা হয়ে গিয়েছে। তাঁর ডান হাতের বহু মূল্য হীরের আংটিখানা কে বা কারা আপন করে নিয়েছিল, বলতে পারি না।

অতঃপর শিলচর থেকে রেলপথে পূর্ব বাংলার বুক চিরে পদ্মা পার হয়ে চলে এলাম কলকাতায়। মনে আছে, শিয়ালদহ স্টেশনে এসে নেমেছিলাম। সঙ্গে কিছু আত্মীয় স্বজন।

তারপর উত্তর কলকাতারবরাহনগরেমামা বাড়িতে থেকে লেখাপড়া শেখা। ওই সময় একদিন হঠাৎ সুযোগ হল মহাত্মা গান্ধিকে সামনা–সামনি দেখার। তিনি বরাহনগর পাঠবাড়িতে এসেছিলেন। তখন নোয়াখালি থেকে ফিরছিলেন। উপস্থিত মানুষজনের সঙ্গে হেসে আলাপ করলেন। তারপর চলে গেলেন। তার কিছুদিন পরেই তিনি নিহত হলেন। নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক ঘটনা।

যাইহোক, তারপর আরও অনেকগুলো বছর চলে গেল। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলাম। তারপরের বছর ৫৫ সালে আঠারো বছর বয়সে জীবনে দ্বিতীয়বার বর্মায় পাড়ি। কলকাতা থেকে রেঙ্গুন। খিদিরপুর ডক থেকে জাহাজে চড়লাম। জাহাজের নাম ছিল 'সানথিয়া'। ব্রিটিশের বিরাট নৌবহর। সুদূর প্রাচ্যে চলেছে। জাপান অবধি যাবে। সুন্দর জলযান। বিশাল আয়োজন। জাহাজের ভেতর তিন চারটে হোটেল। হিন্দু, মুসলিম, চিনা, ইংলিশ। সবরকম খাবার–দাবার সহজলভ্য। ঠিক সন্ধেবেলা মুরগির মাংস আর ভাত দিয়ে ডিনার সারা হয়ে গেল। ডিনারের পর কেবল ভেসে বেড়ানো। সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা। কত মানুষের যে মিলনমেলা এই জাহাজের ডেক। তাদের সঙ্গে যেমন খুশি মেলামেশার চমৎকার এক সুযোগ। সুযোগ সমস্ত জাহাজটা ঘুরে ঘুরে দেখারও।

প্রথম দিন দ্বিতীয় দিন ভালই কাটল। মাথার ওপর নীল আকাশ। বঙ্গোপসাগর শান্ত। তৃতীয় দিন ভোর থেকে শুরু হল দুর্যোগ। আকাশ কালো করে ঝড় উঠল। প্রচন্ড জোরে সোঁ সোঁ আওয়াজ। সঙ্গে প্রবল বর্ষণ। অত বড় জাহাজ ওই বিশাল জলরাশির তালে তালে ঠিক মোচার খোলার মতো দুলতে লাগল। অধিকাংশ যাত্রীরা ভয়েই অস্থির। আর অস্থির বমি করে করে। সঙ্গে ভয়ঙ্কর সি সিকনেস (Sea Sickness)। সি–সিকনেস হলে ভীষণ মাথা ঘোরে। সঙ্গে একধরনের জ্বর জ্বর ভাব। মানুষ একদণ্ড স্থির থাকতে পারে না। যাইহোক কী ভাগ্য, তার পরের দিন ফের আবহাওয়া স্বাভাবিক হয়ে গেল। এবং তার একদিন পরেই জাহাজ পৌঁছে গেল রেঙ্গুনে।

এইভাবে কলকাতা ছেড়ে বর্মায় শুরু হল এক নতুন জীবন। বাঙালিদের নিয়ে তৈরি একটা মেসে থাকতাম। মেসের বোর্ডাররা মোটামুটি সকলেই বাঙালি। বাঙালি মানে, বেশির ভাগই চাঁট গেঁয়ে। আর যে কুক ছিল, সে তো অবশ্যই চট্টগ্রামের। তার নাম ছিল নলিনী বড়ুয়া।

এইখানে একটা কথা না বললেই নয়, বর্মায় বাঙালিদের মধ্যে অধিকাংশই চট্টগ্রামের। সুতরাং রান্নার লোকটি যে তাদের নিজেদের দেশের হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী? আমাদের বাড়িতেও ছোটবেলায় যে কুকটিকে দেখেছি, সেও ছিল চট্টগ্রামের। আসল কথা হল, ওদের রান্নার হাত দারুণ। ভাল ভাল খাবার দাবার তৈরি করতে ওস্তাদ। তবে রান্নাটা একটু রিচ তৈরি করে। মশলাদার। বিশেষত লঙ্কা দেয় ভীষণ। শুঁটকি মাছ, মাংস ইত্যাদিতে এত ঝাল দেয় যে, চোখের জলে নাকের জলে হয়ে যায়।

বর্মায় এক ধরনের হাঁসের মাংস খাওয়ার খুব চল আছে। হাঁসের মাংস বাঙালি বাড়িতেও খুব চলে। সঙ্গে সরু চালের ভাত। বর্মীরা আবার একেবারে ঘরোয়া একটি পদ তৈরি করে। তাকে বলে 'খাউসোয়ে'। পদটি তৈরি হয় শুয়োরের মাংস অথবা মাগুর মাছ দিয়ে। মাগুর মাছ দিয়ে ওদের ওই রান্না একবার খেয়ে দেখেছি। বেশ ভাল রান্না।

ওদেশে মাগুর মাছ পাওয়া যায় ধান খেতে। বর্মার গ্রাম দেখলে তোমার বাংলার গ্রাম বলে মনে হবে। ঠিক একেবারে এখানকার মতো। রেলপথের দুধারে শুধু সবুজ ধানের খেত। আর মাঝে মাঝে ছোট বড় পুকুর জলা কিংবা খাল বিল। ওপার বাংলার সঙ্গে তো বেশ মিল আছে বলেই মনে হয়। বর্মার গ্রামে বা খেতখামারে মাছ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি উৎপাত সাপের। বিষধর সব সাপ। ভয়ঙ্কর গোখরো সাপ, এক একটা বিরাট বিরাট চেহারা। লম্বায় আট–দশ ফুট পর্যন্ত। আর আছে শঙ্খচূড়। সে আরও সাঙ্ঘাতিক।

ভারতের মতো বর্মাতেও চিনে রান্নার খুব জনপ্রিয়তা। কলকাতার মতো রেঙ্গুনেও চিনে রেস্তোরা প্রচুর। সংখ্যায় কলকাতার চেয়েও অনেক অনেক বেশি। পথে–পথে অলিতে গলিতে। এবং সেগুলো চিনেরাই চালায়। ফলে রান্নার বৈচিত্রও অনেক বেশি। চিনে রান্নার নানান কালচার বর্মায় একেবারে সুলভ। যেমন, গলদা চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদি চিনে রান্নায় কী দারুণভাবে ব্যবহার করা হয়।

প্রসঙ্গ বদলাই। আমাদের দেশে যেমন দোল উৎসব হয়, ওদেশে হয়, 'ওয়াটার ফেস্টিভ্যাল'। লোকে একে অন্যের গায়ে যত্রতত্র জল দেয়। তুমি পথে বেরিয়ে পড়েছ, লোকে তোমার গায়ে জল ছিটিয়ে দেবে। তবে নানান ভঙ্গিমায়। পারলে তোমাকে চান করিয়ে দেবে। ওটাই মজা। একধরনের খেলা। তুমি কিছু বলতে পারবে না সেদিন।

তবে খেলাধুলো বলতে বর্মায় চলে মূলত ফুটবল। ক্রিকেট–ট্রিকেট চলে না। সবাই বোঝে শুধু ফুটবল। ফুটবলটাই খেলে। একবার ভারতের সঙ্গে একটা ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলাম। সেই ম্যাচে ভারত কিন্তু জিততে পারেনি। তবে সেদিনের ম্যাচে দারুণ লড়াই করেছিলেন ভারতীয় ফরোয়ার্ড পিকে ব্যানার্জি। তাঁর সেদিনের খেলা অনেকদিন মনে থাকবে।

পৃথিবীর বড় শহরগুলোর মতো রেঙ্গুনও কসমোপলিটান। (Cosmopolitian) নানা ধর্মের নানা জাতর লোকের বাস। তবে বর্মীরা ছাড়া জনসংখ্যার একটি বড় অংশ মুসলিম এবং চিনা। বেশ কিছু সংখ্যক জাপানীও আছে। আছে থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়ার লোকজন। আছে দক্ষিণ ভারতীয়রা। আছে পাঞ্জাবি। আর আছে অনেক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এবং অ্যাংলো বার্মিজ। এমনকি, সেই সময় ছিল ব্রিটিশরাও।

চিনাদের মূলত হোটেল ব্যবসা। আর জাপানিরা কিছু কারিগরী জিনিসপত্রের বাণিজ্যে এবং ছবির ব্যবসায় অর্থাৎ কিনা জাপানিদের নানাধরনের স্টুডিও।

ভারতীয় মনীষীদের মধ্যে বর্মার সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে যোগ ছিল তিনি বাঙালি কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র। এই অমর কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র। এই অমর কথাশিল্পী তার অনেক সৃষ্টি বর্মায় বসে করেছিলেন এবং সেগুলিতে বর্মার ঘটনাও আছে। এছাড়া বর্মায় গিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জাপান যাত্রার পথে। জাপান যাত্রীতে আমরা তাঁর অনবদ্য রচনা পেয়েছি। আর নেতাজি তো ছিলেনই।

একসময় রেঙ্গুনে ছিল রামকৃষ্ণ মিশন। মিশনের হাসপাতাল। পরে সামরিক শাসনের সময়কালে পাকিস্তানের করাচির মতো এখানেও তা বন্ধ হয়ে যায়। তবে ওখানের ভক্তরা রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটি করে একটি আশ্রম রেখে দেয়। সেখানে দুর্গাপুজো হয় প্রতিবছর ধুমধাম করে। পরম পূজনীয় স্বামী রঙ্গনাথানন্দজি ও স্বামী লোকেশ্বরানন্দজি ছিলেন রেঙ্গুনে তথা বর্মায়। দীর্ঘদিন বর্মার লোকেশ্বরানন্দজির জীবনীতে আমরা বর্মার কথা বিশেষভাবে পাই।

গণতন্ত্র থাকলে যে দেশের সঙ্গে আজও আমাদের স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকত। বর্মার গণতন্ত্রপ্রেমী মুক্তিকামী নেত্রী সুকি–র প্রতি আমাদের দেশের মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন রয়েছে। অতি সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গিয়েছিলেন বর্মায়।

ভারতের এই প্রতিবেশি অতি প্রাচীন রাষ্ট্রটিতে গণতন্ত্র ফিরুক– এ আমরা আন্তরিক ভাবে চাই।

জেলা পুলিশে জনমুখী মুখ গৌরবলাল

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) পদে গৌরবলাল যোগদান করেছেন

গত বছরের ৩০ জুন। তার আমলের এই প্রায় এক বছর তিন মাসের মধ্যে একাধিক ইতিবাচক পদক্ষেপ করেছেন তিনি। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা পুলিশ সুপার তন্ময় রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে তার এই পদক্ষেপগুলি নিঃসন্দেহে জেলা পুলিশ প্রশাসনে প্রশংসার দাবি রাখে বলে মনে করছেন উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার প্রশাসনিক তথ্যাভিজ্ঞ মহল। বর্তমানে তার দায়িত্বে রয়েছে হেড কোয়ার্টার, পুলিশ লাইন, ডিআইবি ও বসিরহাট সাব-ডিভিশন। সম্প্রতি তার উদ্যোগে ডিআইবি-র পক্ষ থেকে জাল পাসপোর্টের একটি র‍্যাকেট ধরা পড়ে। গ্রেফতার হওয়া এই র‍্যাকেটের তিন অভিযুক্তরা হল, বাংলাদেশী সরিফুল, প্রশান্ত দত্ত ও ডেরেক নায়ার। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এই তিন ধৃতদের মধ্যে সরিফুল ছিল মাধ্যম, প্রশান্ত ছিল 'কি পয়েন্ট' ও ডেরেক ছিল 'টেকনিশিয়ান'। এদের কাছ থেকে জাল পাসপোর্ট পাওয়া গিয়েছে বলে পুলিশ জানায়। এক সাক্ষাৎকারে গৌরবলাল বলেন, 'ডেরেক নায়ার থাকে পার্ক স্ট্রিট থানার অন্তর্গত রিপন স্ট্রিটে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পার্ক স্ট্রিট থানার সঙ্গে যৌথ অভিযান চালিয়ে এদের গ্রেফতার করা হয়।' তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সহ পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, চেন্নাই এমনকি সারা ভারত জুড়ে এদের যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ধৃতরা বর্তমানে বিচারাধীন।' উল্লেখ্য, প্রাথমিক পর্যায়ে হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা ট্রাফিকের দায়িত্বও তার উপরে ন্যস্ত ছিল। গত ৭ সেপ্টেম্বরের আগে পর্যন্ত তিনি জেলা ট্রাফিক ব্যবস্থা দেখাশুনো

এ সপ্তাহের মুখ

করেছেন। জেলা পুলিশ সুপার তন্ময় রায়চৌধুরীর মেধা প্রসূত ট্রাফিক ব্যবস্থার বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডে প্রধান সহযোগী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন বলে জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। জেলা শহরের যাত্রী সাধারণের কথা ভেবে গৌরববাবুর উদ্যোগে কয়েকটি যাত্রী প্রতীক্ষালয় তৈরি করা হয়েছে। এগুলি হল মধ্যমগ্রাম চৌমাথায় আপ ও ডাউন মিলিয়ে দুটি, বারাসতে এন এইচ নারায়ণন হসপিটালের কাছে একটি ও নিউ বারাকপুরে একটি। এছাড়াও গত মে মাসের প্রখর দাবদাহের সময় তৃষ্ণার্ত পথচারীদের কথা ভেবে ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে জলছত্রের আয়োজন করা হয়। এক সপ্তাহব্যাপী এই জলছত্র খোলা হয়েছিল বারাসতের হেলাবটতলা, কলোনি মোড়, চাঁপাডালি, ডাকবাংলো মোড় এবং মধ্যমগ্রাম চৌমাথায়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি, পুলিশ প্রশাসনের এহেন জনমুখী কর্মকান্ড উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার জনমানসে পুলিশের এক ভিন্ন রূপকে প্রতিপন্ন করে, বলে বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিমনস্ক মহলের মন্তব্য। ডাকবাংলো ট্রাফিক ওসি পার্থ দে, চাঁপাডালি ট্রাফিক ওসি দানেশ আলি দফাদার, মধ্যমগ্রাম ট্রাফিক ওসি সৌমেন পাল ও এএসআই জিতেন সিংহ রায় গৌরববাবুর সান্নিধ্যে কাজ করতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে তারা পুলিশ সুপার তন্ময়বাবুর অভিভাবকত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখও বটে।

কাঁথা শিল্পের কর্মশালা

নির্মল গোস্বামী : গত ১৬ সেপ্টেম্বর ঠাকুরপুকুর গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়ামের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হল কাঁথা শিল্পের কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী নবীন শিল্পীদের হস্ত শিল্পের (কাঁথা স্টিচ) এক প্রদর্শনী। লোক শিল্প ও লোক সংস্কৃতি প্রচার ও প্রসারে গুরুসদয় মিউজিয়ামের ভূমিকা যে অপরিসীম তা আরও একবার প্রমাণিত হল। গত ২৯ জুলাই থেকে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত প্রায় একমাস ধরে গুরুসদয় মিউজিয়ামের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর-সোনারপুরে কাঁথা শিল্পের এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১৫০ জন মহিলা অংশগ্রহণ করেন। ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রকের সহায়তায় হ্যান্ডিক্রাফট উন্নয়ন কমিশনের প্রচেষ্টায় বাংলার একান্ত নিজস্ব লুপ্ত শিল্পের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে মহিলারা যাতে আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর হতে পারে তারই নির্দিষ্ট লক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এই কর্মশালা। কাঁথা স্টিচের উপর নতুন ও সময়োপযোগী বিভিন্ন ডিজাইনের শিক্ষা দেন উক্ত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত পেশাদার ডিজাইনাররা। বেবি ফ্রক, পুরুষদের সার্ট, পাঞ্জাবি, মেয়েদের কুর্তির উপর সুন্দর মনকাড়া কাজ চোখে পড়ল হলে ডিসপ্লে করা সামগ্রীতে।

বিভিন্ন ধরনের কাঁথার কাজ ছোট ছোট প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর করে এই মিউজিয়ামে জমা দিলে আমরা তা বিক্রি করারও ব্যবস্থা করতে পারি বলে কর্মশালায় উপস্থিত শিল্পীদের আশ্বস্ত করলেন মিউজিয়ামের বর্তমান কিউরেটর বিজন মণ্ডল। সভায় বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক প্রধান ডিজাইনার লীলা ভৌমিক। ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রকের সহকারী ডিরেকটর এস কে গুপ্তা অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করেন। হ্যান্ডিক্রাফট প্রমোশান অফিসার বিকাশ দে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। বস্ত্র মন্ত্রকের ডিজাইনার এস এস দাস (জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী (কাঁথা)) ও মিউজিয়ামের সহকারী কিউরেটর দীপক কুমার বড়পন্ডা শিল্পীদের উৎসাহিত করার পক্ষে পথ নির্দেশ দেন।

যাওয়া আসার পথে পথে

বাঁকুড়ার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংগ্রহশালা ও গান্ধি মিউজিয়াম

দীপককুমার বড় পণ্ডা

পুরুলিয়া শহর থেকে রাতের বাসে উঠেছিলাম। সেই বাস কলকাতায় যাবে। আমি বাঁকুড়ার মাচানতলায় নামব। জানলার ধারে সিট নিয়েছি। যেতে যেতে অনেক কিছুই চোখে পড়ে। কিন্তু, চারদিক অন্ধকার। তাও জানলার বাইরে চোখ রেখেছি। গাঢ় অন্ধকারটা মন্দ লাগছে না। কোথাও কোথাও মহুয়া ফুলের গন্ধে ম' ম' করছে। আসলে এখানকার আকাশ বাতাস বেশ মনোরম। এতক্ষণ পাশের জনকে খেয়াল করিনি। বাসের ভেতরটা অন্ধকারতো। তাই, পাশের সিটের লোককেও দেখা যায় না।

বাঁকুড়া শহরের আগে ছাতনা পেরোনোর পর পাশে বসা ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। ভাবলাম, এঁকেই বলে রাখি, মাচানতলা এলে যেন বলে দেন। বললাম, সে কথা। তিনি শুনতে পেলেন না। শুনতে পাবার কথাও নয়। আগেতো খেয়াল করিনি, তাঁর কানে মোবাইলের তার গোঁজা। মনে হয় গান শুনছেন। গায়ে আস্তে করে টোকা দিলাম। একটা কান থেকে তার বার করলেন। এবার আমার নামার ব্যাপারটা ওঁকে বললাম। উনি বললেন- মাচানতলায় কোথায় যাবেন?

- স্কুলডাঙায়।
- স্কুলডাঙায় কার বাড়ি?
- কারোর বাড়ি না, গান্ধি বিচার পরিষদ।
- ও! গান্ধি বিচার পরিষদ যাবেন! কোনো অসুবিধা নেই, আমি আপনাকে পৌঁছে দেব। আরো নানারকম কথা বলতে বলতে মাচানতলা এসে গেল। বাস থেকে নামলাম। চলুন, হাঁটতে হাঁটতে যাই। ভদ্রলোক বললেন। উনি কথা বলতে বলতে চলেছেন। আমি তাঁর পেছন পেছন এগোচ্ছি।

মহাত্মা গান্ধির ভাবনা প্রচারের জন্য বাঁকুড়া শহরে ১৯৬০ সাল নাগাদ 'গান্ধি বিচার পরিষদ' নামে একটি সংগঠন তৈরি হয়। বাঁকুড়া ক্রিশ্চান কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সুদর্শন সিংহ এবং অন্যান্য কিছু গান্ধিবাদী মানুষ এই পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। জয়প্রকাশ নারায়ণও একসময় এখানে এসেছিলেন। পরে একসময় এখানে শিশির সান্যাল আসেন। তিনি গান্ধি বিচার পরিষদ-এর কাজের নাম আরো বাড়ান।

এবার সেই ভদ্রলোক থামলেন। মনমরা ভাবে বললেন, 'কয়েক বছর আগে সেই শিশিরবাবু মারা গেলেন। ভাল লোক ছিলেন। বাঁকুড়ার জন্য অনেক কাজ করেছেন।' ১৯৬১ সালে শিশির সান্যাল বাঁকুড়ায় আসেন। তখন এখানকার ৩৮ টি গ্রাম নিয়ে উন্নয়নের কাজ আরম্ভ হয়। আর এখন পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড ও বিহারে ৭৫০ টি গ্রামকে গান্ধিজীর ভাবধারায় স্বনির্ভর করার কাজ চলছে। এরমধ্যে ২০০ টি গ্রামে স্বাবলম্বনের প্রাথমিক শর্ত পূরণ হয়েছে। কথা বলতে বলতে 'গান্ধি বিচার পরিষদ'-এ পৌঁছে যাই।

ওখানে আমার জন্য অনেকে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা হৈ হৈ করে ওঠেন। এবার সেই পথ দেখানো সাথী বিদায় জানান। এখানকার কর্মী স্বপন চক্রবর্তী এতক্ষণ উসখুশ করছিলেন। তিনি এখানকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দেখাতে চান। গান্ধি বিচার পরিষদে তৈরি হয়েছে বাঁকুড়া জেলা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংগ্রহশালা ও গান্ধি মিউজিয়াম। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ত্যাগ এবং দেশপ্রেমের ইতিহাসকে জাগিয়ে রাখার জন্য এই সংগ্রহশালা। আর গান্ধির জীবনদর্শন এবং বাণী সকলের মধ্যে প্রচারের জন্য গান্ধি মিউজিয়াম।

স্বপন চক্রবর্তী নানা কথা বলছেন মিউজিয়াম দেখাতে দেখাতে। ভারত ভাগের জন্য কেউ কেউ মনে করেন গান্ধিজী দায়ী। অথচ, দ্বিখন্ডিত ভারতে স্বাধীনতা পাওয়ার পর দেশবাসী যখন আনন্দে মত্ত তখন তিনি কলকাতার বেলেঘাটায় অনশন করছেন, নীরবে চোখের জল ফেলছেন। গান্ধিজী বলেছিলেন, 'পার্টিশন অব ইন্ডিয়া উইল কাম ওভার মাই ডেড বডি।' সেইসময় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব গান্ধিজীর মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে দেশভাগ মেনে নেন। এইসব কাহিনীই গান্ধি মিউজিয়াম-এ চিত্রিত হয়েছে।

গান্ধিজী বিশ্বাস করতেন, 'যদি (মানুষের) প্রতিশোধ প্রবৃত্তিই জয়ী হয়, তাহলে অত্যাচারী যে-সকল নৃশংস কাজ করেছে বলে প্রকাশ, জয়লাভ করার জন্য অত্যাচারিতকে তার চেয়ে অধিকতর নৃশংস হতে হবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হিটলারের অস্ত্র নিয়েই হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা নৃশংসতায় (অ্যাটমবোমা) হিটলারকে অতিক্রম করে যায়।' স্বদেশে বিদেশে চারদিকে যখন হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী তখন বৃদ্ধ গান্ধি চার মাস ধরে পল্লি বাংলার অখ্যাত গ্রামের পোড়া ঘরের ভিটেয় বসে পথের খোঁজ করেছেন। এই ঘটনা শুধুমাত্র গান্ধি জীবনের ইতিহাসে নয়, ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর ইতিহাসে উজ্বল হয়ে আছে।

বাঁকুড়া শহরে স্কুলডাঙার বড় রাস্তার ওপর বিরাট একটা বিল্ডিং-এ পাশাপাশি দুটি সংগ্রহশালা। তখন অনেক রাত। চারদিক ঘন অন্ধকার। মিউজিয়ামের আলো শুধু গান্ধিজীর ঘটনাগুলির ওপর। স্বপন চক্রবর্তী গান্ধির জীবনের নানা ঘটনা বলে চলেছেন। বাঁকুড়া গান্ধি বিচার পরিষদ-এর সম্পাদক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলছিলেন, 'আজকের এই সমাজে গান্ধিজীর জীবন দর্শন সকলের জানা দরকার। তার জন্য আমরা স্কুল কলেজের ছাত্রদের দেখারও ব্যবস্থা করছি।' এই উদ্দেশ্যেই ২০১১ সালের ১ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বনির্ভর ও স্বনিযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাতো এই সংগ্রহশালাটি নতুনভাবে উন্মোচন করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংগ্রহশালাটি একই দিনে উদ্বোধন করেছেন রাজ্য সরকারের আবাসন দপ্তরের মন্ত্রী শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়।

বাঁকুড়া জেলার ৯৫ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর ছবি নিয়েই এই সংগ্রহশালা। সংগ্রহশালাটি দেখার পর বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবনার অবকাশ তৈরি হতে পারে। শুধু সংগ্রহশালা করেই এঁরা ক্ষান্ত হননি, বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিয়ে একটি বই প্রকাশ করেছেন। যদিও এই বই-এর মুখবন্ধতে বাঁকুড়া জেলা স্বাধীনতা সংগ্রামী সংগ্রহশালার সম্পাদক লিখেছেন, 'অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীর ফটো ও তাঁদের কর্মকান্ডের ইতিহাস বহু চেষ্টায়ও সংগ্রহ করা এখনও সম্ভব হয়নি। তাঁদের নাম, ঠিকানা ও কর্মকান্ডের হদিশ হারিয়েই গেছে।' দু:খের এটাই। সঠিকভাবে সংরক্ষিত না হলে সব কিছুই হারিয়ে যায়।

পঞ্চায়েত থেকেই কুনজরে দীপক হালদার

প্রথম পাতার পর

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকেই দলের জেলা নেতাদের কুনজরে পড়ে যান বিধায়ক দীপক হালদার। এই নির্বাচনে ডায়মন্ডহারবারের ২ ব্লকে দল খুব খারাপ ফল করে। বিরোধী সিপিএম দখল করে ডায়মন্ডহারবার-২ পঞ্চায়েত সমিতি। এছাড়া বেশিরভাগ পঞ্চায়েত সিপিএম দখল করে। নির্বাচনে উল্লেখযোগ্যভাবে পরাজিত হন দলের দুই ব্লক সভাপতি উমাপতি পুরকাইত ও অরুময় গায়েন। দলের দীপক বিরোধীদের অভিযোগ, এই পরাজয়ের অন্যতম কারণ দলীয় কোন্দল। অন্যদিকে ডায়মন্ডহারবার-১ পঞ্চায়েত সমিতিতে তৃণমূলের সভাপতি করে দেন নিজের স্ত্রী স্বপ্নারানী হালদারকে। সভাপতির অন্যতম দাবিদার মনমোহিনী বিশ্বাসকে শুধুমাত্র কর্মাধ্যক্ষের পদ দেওয়া হয়। জেলা নেতাদের পাশাপাশি রাজ্য নেতাদের একাংশ দীপককে ডেকে কোন্দল মিটিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেন। সকলকে নিয়ে চলার নির্দেশ দেন। এরপর ডায়মন্ড হারবার পুরসভা নির্বাচনে প্রার্থীপদ নিয়ে বিরোধ বাধে তৎকালীন পুর প্রধান পান্নালাল হালদারের সঙ্গে। পুরসভা তৃণমূলের দখলে এলেও পান্নালালের চেয়ারম্যান পদ আটকে দেন দীপক। এরপর থেকে উমাপদ, মনমোহিনী ও পান্নালাল একজোট হয়। গত লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা এলাকার একাধিক ঘটনায় দলের কোন্দলে সরাসরি জড়িয়ে পড়েন দীপক। ডায়মন্ডহারবারে হুগলি নদীতে জাহাজের মাল খালাসকে কেন্দ্র করে দীপক বনাম পান্নালাল গোষ্ঠীর মধ্যে সঙ্ঘর্ষ লেগেই থাকত। সঙ্ঘর্ষে চলত যথেচ্ছ বোমা, গুলি।

স্থানীয় আব্দালপুর গ্রামের বাণিজ্যের স্নাতক দীপক পঞ্চায়েত সদস্য হন রাজনীতি জীবনের শুরুতে। পরে পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি। সেই থেকে দ্রুত উত্থান হতে থাকে পেশায় জীবন বিমার এজেন্ট দীপকের। নিন্দুকরা বলেন, এইসময় একাধিক চিটফান্ড কোম্পানির মালিকের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে ওঠে তাঁর। সেই সুযোগে প্রচুর সম্পত্তি করেন দীপক। এর মধ্যে ২০১১ সালে কিছুটা লটারি পাওয়ার মতো অপ্রত্যাশিতভাবে বিধানসভার টিকিট পান তিনি। জয়ের পর থেকে দীপক কিছুটা অহমিকায় ভুগতে থাকেন বলে অভিযোগ দলের একাংশের। চলতি বছরে একমাত্র মেয়ের বিয়েতে জাঁকজমক ছিল চোখে পড়ার মতো। জাহাজ ইউনিয়ন থেকে অটো ইউনিয়ন। বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটি থেকে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের দখলে এগিয়ে থাকত তাঁর অনুগামীরা। মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, কিষাণমান্ডি, মেডিক্যাল কলেজ, জল প্রকল্পের নির্মাণে মাল সরবরাহ নিয়েও দলের মধ্যে বিধায়কের অনুগামীদের রমরমা চলছিল। তাঁকে ঘিরে থাকত এলাকার অপরাধীদের একটা বড় অংশ। নিজেকে এলাকার বেতাজ বাদশা হিসেবে তুলে ধরেন তিনি। আগামী বিধানসভায় ফের তিনি টিকিট পাবেন বলে প্রচারও শুরু করে দেন। কিন্তু কাল হল ফকিরচাঁদ কলেজের দখলদারি নিতে গিয়ে। বিরোধীহীন কলেজে সংসদের মধুভান্ডের দখল নিতে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দুই গোষ্ঠীর লড়াই রোজকার রুটিন হয়ে দাঁড়ায়।

দলের এক জেলা নেতা বলেন, 'দীপকের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় জমে গিয়েছিল। দল অনেকবার সতর্ক করেছিল।' তবে এই সাসপেন্ডের পেছনে দল এক ঢিলে অনেক পাখি মারল বলে রাজনৈতিক মহলের মত। যেমন, দীপক আর বিধানসভার টিকিটের দাবিদার থাকলেন না। বিরোধী গোষ্ঠীর নেতাদের দাবি মানা হল। এবার তাঁকে টিকিটও দেওয়া হবে না। কারণ, দল চাইছে এই আসন থেকে বহিরাগত কোনও অরাজনৈতিক সেলিব্রিটিকে প্রার্থী করতে। এমন কি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের কেউ এই আসন থেকে প্রার্থী হতে পারেন বলে নানা সম্ভাবনা বাতাসে জমছে। তবে এই সাসপেন্ডকে লোক দেখানো বলে কটাক্ষ করেছেন বিরোধীরা। তৃণমূল কংগ্রেসে শিখা মিত্র, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিউলি সাহা, শীলভদ্র দত্তের পর বিধায়ক দীপক হালদার সাসপেন্ড হলেন। বাকিদের মতো আপাতত বিদ্রোহের পথে হাঁটতে চান না দীপক। কিন্তু যদি দল আর ভেবে না দেখে, সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে দীপক কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন বলে তাঁর শিবিরের জল্পনা।

এলাকায় শান্তি বজায় রাখুন : সোনালী গুহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৩ সেপ্টেম্বর নোদাখালি থানার রানিয়া অঞ্চলের পূর্ব পোয়ালি গ্রামে ছাগুলিয়া মাঠে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে মৃত সওকত আলি মোল্লার স্মরণ সভা করল রানিয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস। ওই স্মরণসভাকে কেন্দ্র করে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছিল। স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন সাতগাছিয়া কেন্দ্রের বিধায়ক তথা ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ, ব্লক তৃণমূলের সভাপতি জসীমউদ্দিন মল্লিক, জেলা তৃণমূলে কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের কার্যকরী সভাপতি রহিম খান, যুব নেতা বুচান বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় প্রমুখ। সোনালী গুহ তাঁর বক্তব্যে বলেন, এলাকায় শান্তি বজায় রাখুন। সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশকে তৎপর হতে বলেন। যাতে মৃত ব্যক্তির পরিবার সহযোগিতা পায় সে ব্যাপারে বিধায়ক আশ্বাস দেন। তৃণমূল নেতাদের বক্তব্য, মূল অভিযুক্ত হবিবুর রহমান ও তাঁর ভাইকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। নোদাখালি থানার প্রাক্তন এক অফিসার গোপনে মূল অভিযুক্তদের সাহায্য করছে বলে দাবি করেন তৃণমূল নেতারা। বিষয়টি নিয়ে সোনালী গুহ কথা বলেন জেলা পুলিশ সুপার সুনীল চৌধুরীর সঙ্গে। স্মরণসভা পরিচালনা করেন রানিয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বাসুদেব কুলে।

গড়িয়ার মিতালি সংঘের নবদুর্গা এক প্রাচীন ও জনপ্রিয় পুজো হিসেবে অভিহিত। এবার এদের ৭৫ বছরে মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হল খুঁটি পুজো। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার মেয়র পারিষদ নজরুল আলি মন্ডল। খুঁটি পুজো ঘিরে এলাকায় উন্মাদনা ছিল সকলের চোখে পড়ার মতো। -নিজস্ব চিত্র

পাথর প্রতিমায় সূর্যকান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : দলের কর্মীদের নামের মিথ্যা মামলা ও তৃণমূলের হামলার প্রতিবাদে শুক্রবার কান্তিগাঙ্গুলি, সুজন চক্রবর্তী, যোজ্ঞেশ্বর দাশ সহ সিপিএম নেতাদের নিয়ে পাথর প্রতিমায় রামগঙ্গায় অনুষ্ঠিত অবস্থান বিক্ষোভে উপস্থিত হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্র। ভাষণে নানা কটাক্ষ ও শ্লেষে বিদ্ধ করলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। জনসমাগম ভালোই হয়েছিল।

বিজ্ঞপ্তি

আর্থিক ২০১৫-২০১৬ বৎসরের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা শিশু সেবা প্রকল্পের খাদ্য দ্রব্য গুদামজাত করণ এবং প্রকল্প গুদাম হইতে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে দ্রব্য পৌঁছাইবার নিমিত্ত টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে। ফর্ম পাইবার সময় অবশ্যই এই কাজের অভিজ্ঞতার শংসাপত্র দাখিল করিতে হইবে। আবেদনের ভিত্তিতে টেন্ডার ফর্ম ও টেন্ডারের অন্যান্য শর্তাবলীর বিশদ বিবরণ উপরোক্ত প্রকল্প হইতে ২০/০৯/২০১৫ থেকে ০৭/১০/২০১৫ তারিখ অবধি সকল কর্ম দিবসেবেলা ১২টা হইতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত পাওয়া যাইবে। টেন্ডার জমা নেওয়ার শেষ তারিখ ০৮/১০/২০১৫ বেলা ২টা পর্যন্ত এবং টেন্ডার খোলার সময়টি অংশগ্রহণকারীগণকে পরবর্তীতে জানানো হইবে।

স্বা: বিশ্বরূপ দাস
চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট অফিসার
নামখানা আই, সিডিএস প্রোজেক্ট
দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

টেন্ডার নোটিশ নং : ২২৮/আইসিডি/নাম তাং ০৯-০৯-২০১৫

১০৬৫/ জে.ত.স.দ / ২৪ পরঃ (দঃ)/১৭.০৯.১৫

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারীকের করণ
ফলতা সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
গ্রাম ও পো : সহরার হাট, ফলতা, দক্ষিন ২৪ পরগনা

স্মারক নং-১৫৩/আইসিডিএস/এফএলটি তারিখ : ১৪/০৯/২০১৫

বিজ্ঞপ্তি

ফলতা সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকা পদে নিয়োগের জন্য ভারতীয় নাগরিক তপশিলি উপজাতিভুক্ত মহিলা প্রার্থীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। সম্ভাব্য শূন্য পদের সংখ্যা অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী : ৩, অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা : ৪। যোগ্যতা : ক) অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী : শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় পাস। খ) অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা : শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বীকৃত বিদ্যালয় থেকে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ। বয়স : সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ০১.০৯.২০১৫ তারিখে ১৮ থেকে ৪৫ বছর। অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী পদের প্রার্থীদের দক্ষিন ২৪ পরগণা জেলার বাসিন্দা ও সহায়িকা পদের প্রার্থীদের অবশ্যই ফলতা ব্লকের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। আবেদন পত্রের নমুনা ও অন্যান্য বিশদ বিবরনের জন্য আগ্রহী সমিতির অন্তর্গত যে কোন গ্রাম পঞ্চায়েত কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র ২১/০৯/২০১৫ থেকে ১৫/১০/২০১৫ পর্যন্ত কাজের দিন বেলা ১২:০০টা থেকে ৩:০০টা পর্যন্ত নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্য্যালয়ে জমা দেওয়া যাবে।

স্বা: শিবব্রত রায়
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারীক
ফলতা, দক্ষিন ২৪ পরগনা

১০৬৬(২)/ জে.ত.স.দ / ২৪ পরঃ (দঃ)/১৭.০৯.১৫

কাকদ্বীপে বিষ মদে মৃত ৬, আশঙ্কাজনক ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবারও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিষাক্ত চোলাই মদ খেয়ে মৃত্যুর অভিযোগ উঠল। মঙ্গলবার বিকেল থেকে বুধবার সন্ধে পর্যন্ত কাকদ্বীপের ঢোলাহাট থানার রামগোপালপুরে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর অসুস্থ আরও ৫ জনকে ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতেরা হলেন পতিত মাঝি (৬৫), অশোক পাত্র (৪৫), বরেন বেরা (৫২) ও ঝড়ু পাত্র (৪০)। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্চে। পুলিশ ঠেক থেকে কিছু বেআইনী ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে। এই ট্যাবলেট দিয়ে নেশার মাত্রা বাড়ানো হয় বলে পুলিশের দাবী। ট্যাবলেটের মাত্রা বেশি পড়ায় মৃত্যুর কারণ বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। জেলার পুলিশ সুপার সুনীল চৌধুরী বলেন, 'একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলেই প্রকৃত কারণ জানা যাবে।' প্রত্যন্ত এই এলাকায় বেশ কয়েকটি চোলাইয়ের ঠেক চলে। এলাকার তারানগরে ঠেক চালায় তালেব সেখ। মঙ্গলবার এই ঠেক থেকে চোলাই খান এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা। দুপুর নাগাদ সকলে চোলাই খেয়েছিলেন বলে এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন। বিকেলে বুক, পেট, মাথার যন্ত্রণা নিয়ে বাড়িতে মারা যান পতিত পাত্র। পতিতের মৃত্যুর পর বাসিন্দারা ভেবেছিলেন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। কিন্তু সন্ধ্যে গড়াতেই গ্রামের জনা ১২ বাসিন্দার একই উপসর্গ দেখা যায়। সকলেই ওই ঠেক থেকে চোলাই খেয়েছিলেন। কয়েকজনকে ভর্তি করা হয় ডায়মন্ড হারবার ও কাকদ্বীপ হাসপাতালে। রাতে ডায়মন্ডহারবার হাসপাতালে মারা যান বরেন বেরা ও অশোক পাত্র। এখানে মৃত্যুর পাঞ্জা লড়ছেন ৫ জন। অন্যদিকে রাতে গ্রামে মারা যান ঝড়ু পাত্র। একের পর মৃত্যুর ঘটনায় গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। মৃত বরেন বেরার ভাই কালীপদ বেরার অভিযোগ, 'প্রকাশ্যে এখানে চোলাই ঠেক চলে। পুলিশ থেকে স্থানীয় নেতা সবাই জানেন। কিন্তু কেউ বন্ধ করতে উদ্যোগ নেয়নি। ওই ঠেকে বাংলা মদও বিক্রি হয়।' মৃতেরা বেশিরভাগ হতদরিদ্র। একের পর এক মৃত্যুর ঘটনায় গ্রাম জুড়ে কান্নার রোল। অনেক পরিবার মৃত্যুর প্রহর গুনছে। চরম উৎকণ্ঠায় গত মাসখানে আগে কুলতলিতে সবমিলিয়ে বিষমদের মৃত্যুর ঘটনায় জেলা জুড়ে চোলাইয়ের রমরমা বন্ধ হয়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ আবগারি ও পুলিশ প্রশাসনের নজরদারি নেই বলেই এই রমরমা। ডায়মন্ডহারবার আবগারি দফতরের আধিকারিক বরুণ হেমব্রম বলেন, 'আমি এখন অফিসের কাজে বাইরে আছি। তবে এরকম খবর একটা পেয়েছি।' গত শুক্রবার মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা গ্রামে শোকার্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াতে গেলে মহিলাদের ক্ষোভের মুখে পড়েন। মহিলাদের দাবি শাসক দলের লোকজনের মদতেই চলছে এইসব ঠেক।

গোসাবার শম্ভুনগরের ভূপেন্দ্রপুরে বোমা ফেটে মৃত ২, গ্রেফতার ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : সোমবার বোমা বিস্ফোরণ কান্ডে পুলিশ ধৃত আব্দুল মোল্লা, বাকীবুল্লা লস্কর, তপন হালদার, কিঙ্কর মণ্ডলকে আলিপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতদের ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য গত ১৩ সেপ্টেম্বর দুপুর ১টায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমা গোসাবা থানার শম্ভুনগর ভূপেন্দ্রপুর গ্রামে আনার লস্করের বাড়িতে হঠাৎই বোমা ফেটে মৃত্যু হয় মইদুল লস্কর (৩৫), আবু আলেক গায়েন (৩০), সেলিমা লস্কর (১৫)–এর। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় সালমা খাতুন ও নাগমা খাতুন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গোসাবা ব্লকের শম্ভুনগর পঞ্চায়েতের ভূপেন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা আনার লস্করের বাড়িতে মজুত করা বোমা হঠাৎই ফেটে যায়। সেই সময় বাড়ির বারান্দায় রান্না করছিল বাড়ির মালিক আনার লস্করের মেয়ে সেলিমা লস্কর এবং আনারের বাড়িতে এসেছিল প্রতিবেশি আবু আলেক গায়েন ও আনারের ভাই মইদুল লস্কর। বোমা বিস্ফোরণে এই বাড়িতে ৫ জন জখম হয়। বোমার শব্দ শুনে স্থানীয় বেশ কিছু মানুষজন ছুটে আসে। জখমদের উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা থানায় খবর দেয়। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা ৩ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করে এবং জখম সালমা ও নাগমাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। সেখানে তাদের অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা ২ জনকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী, কমব্যাট সোর্স এবং বোম বিশারদরা।

এদিন গভীর রাত পর্যন্ত পুলিশ চিরুনি তল্লাশি করে ৪ জনকে গ্রেফতার করে। তবে মূল অভিযুক্ত বাড়ির মালিক আনার লস্কর এখনও পলাতক। শম্ভুনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান চিত্ত প্রামাণিক বলেন আনার লস্করের বাড়িতে বোমা ফেটে ৩ জনের মৃত্যু হয় এবং ২ জন জখম। জখমদের কলকাতা চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। এই ঘটনায় পুলিশ ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে। বাড়ির মালিক আনার লস্কর একজন সমাজ বিরোধী। বহু সমাজবিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত এমন ধরনের অভিযোগ থানায় আছে তার নামে। চিত্ত প্রামাণিক আরও বলেন শম্ভুনগর পঞ্চায়েত ২০১০ সালে নির্মল গ্রাম পুরস্কার পায় রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে। সেই সময় আমি প্রধান ছিলাম এবং তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত। বর্তমানে আমার স্ত্রী সুলতা প্রামাণিক এই পঞ্চায়েতের প্রধান। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শকে সামনে রেখে এই এলাকায় উন্নয়নের জোয়ার এসেছে। ২০১৬ সালে বিধানসভা ভোট। তাই ভোট যত এগিয়ে আসছে সিপিএম এবং আরএসপি পরিকল্পিতভাবে বোমা মজুত করছিলএলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য। তবে যে কোনও মৃত্যু দুঃখজনক। পুলিশ প্রশাসনকে বলা হয়েছে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে দোষীদের গ্রেফতার করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার।

রাজপুর শ্মশান ঘাটে নতুন চুল্লির উদ্বোধন

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : একবার নয় চারবার উদ্বোধন হয়ে পাঁচ বারের মাথায় রাজপুর শ্মশান ঘাট উদ্বোধন করলেন কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। ১৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় এই শবদাহ ঘাটকে রাজপুর পুরসভার উদ্যোগে সুসজ্জিত নানা রঙের আলোর মাঝে ঝরনা ও শ্মশানের পিছনে সুলভ শৌচাগারটির উদ্বোধন হল। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় যে কটি শ্মশান নতুন ভাবে হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই রাজপুর শবদাহ ঘাট। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়, সোনারপুর উত্তর ও দক্ষিণের বিধায়ক ফিরদৌসি বেগম ও জীবন মুখোপাধ্যায়, রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাস, ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা সরকার, পুরপ্রধান পরিষদ সদস্য নজরুল আলি মণ্ডল, অমিতাভ চৌধুরি, বিভাস মুখার্জি, কার্তিক বিশ্বাস, রঞ্জিত মণ্ডল। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল যুব সহ সভাপতি সঞ্জীব সরকার। পল্লববাবু বলেন রাজপুরে প্রথমে ২০০৯ সালে বামফ্রন্টের জমানায় একটি চুল্লি বসানো হয়। এই চুল্লিটি ছিল জার্মান কোম্পানির। এরপর প্রযুক্তিগত সমস্যায় চুল্লিটি বন্ধ হয়ে যায়। আমি শোভনদার শরণাপন্ন হই। এরপর ২০১৩ সালে তৃণমূল বোর্ড নতুন প্রযুক্তির একটি চুল্লি স্থাপন করে। আজ দ্বিতীয় চুল্লির উদ্বোধন করা হল। এবার থেকে মানুষকে দাহ করার জন্য বেশি সময় ব্যয় করতে লাগবে না। পল্লব বলেন এই শবদাহ ঘাট শুধু রাজপুর–সোনারপুরের মানুষের জন্য নয় সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষ এখানে এসে দাহ করতে পারবেন তাদের পরিজনদের। মেয়র বলেন মানুষ দেখেছে বিগত দিনে কেওড়াতলা শ্মশান ও নিমতলা শ্মশান ঘাট। এবারে মানুষ দেখছেন শ্মশানের উপর বাতানুকূল ঘরে যেখানে দূর দূরান্ত থেকে আসা ক্লান্তিময় শরীর নিয়ে মানুষ বিশ্রাম নিচ্ছেন। কেওড়াতলাকে কত সুন্দর ভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে আর সোনারপুরের মানুষ দেখছে রাজপুরের শ্মশান ঘাট আলোয় আলোকিত। জীবনের শেষ যাত্রায় যেখানে গিয়ে পৌঁছেছে সেখানে সুন্দর করে সাজিয়ে তুললে এই শ্মশান হবে স্বর্গ। মেয়র বলেন আমার ১৪৪টি ওয়ার্ড। সবাইকে খুশি করা যায় না। তবে বেশির ভাগ ওয়ার্ডে জল দিতে পেরেছি। সোনারপুরের মানুষের কাছে বলে যাচ্ছি রাজপুর পুরসভা আমাকে একটা প্রোজেক্ট রিপোর্ট বানিয়ে দিক আমি বিবেচনা করে সেই পরিকল্পনা মতো আপনাদের জল আরও বেশি করে দেব। টালির নালার জলকে পরিশ্রুত করা যাবে না অন্য উপায়ে আমি আপনাদের জল দেবো। মেয়র প্রশংসা করে বলেন, ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা মানুষের ঠিক মতো পরিষেবা করতে পারছে। এরপর বলেন এক সংসারে থাকতে গেলে কিছু না কিছু মনোমালিন্য হয়ে থাকে সেটাকে মানিয়ে নিতে হয়। কথাটির মানে মেয়রের কানে পৌঁছেছে ইতিমধ্যে পুরসভার মিউটেশন নিয়ে গন্ডগোল আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। আগে ছিলো পুকুর ভরাট বা জমির মিউটেশন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের হাতে এখন পুরোপুরি সবটাই ভাইস চেয়ারম্যানের হাতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কাউন্সিলরদের কাছে খবর এই নির্দেশ মেয়র শোভনের। উল্লেখ্য, কলকাতা পুরসভার আদলে এই সন্নিহিত শহরগুলিকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। যদিও বিরোধীদের অভিযোগ বিধানসভা ভোটের আগে ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সরকার পক্ষ তৎপর হয়ে উঠেছে।

সিঙ্গুরে শেষ হল তৃণমূল কংগ্রেসের কৃষক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর দুদিন ব্যাপী সিঙ্গুরের জামিনবেড়িয়া ধর্মশালায় পশ্চিমবঙ্গ কিষাণ ও খেতমজুর তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্মেলনের আসর বসেছিল। সারা রাজ্য থেকে ৮০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি বেচারাম মান্না প্রথম রাজ্য সম্মেলনকে সফল করতে অনেক আগে থেকেই জেলায় জেলায় প্রস্তুতি সভা করেছেন। প্রথম দিন সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সৌগত রায়, মন্ত্রী মনীশ গুপ্ত, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, স্বপন দেবনাথ এবং বিধায়ক ও শ্রমিক নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় দিন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য উপস্থিত হন। বেচারাম মান্না বলেন, সিঙ্গুরের কৃষক আন্দোলন পরিবর্তনের পথ সুগম করেছে। বাম আমলে কৃষকদের উন্নয়ন হয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এখন কৃষকরা যথার্থ পরিষেবা পাচ্ছে। ভারী বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য রাজ্য সরকার আর্থিক ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা করেছে। কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কৃষকদের সব রকম পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।

হুগলির ২০৭টি গ্রামে ৫৩৭টি টিউবওয়েল বসানোর উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা: দুর্গা পুজার ঠিক আগেই হুগলি বাসিন্দাদের জন্য সুখবর। হুগলি জেলা পরিষদের উদ্যোগে ২০৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতে নতুন টিউবওয়েল বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জেলা পরিষদ সূত্রে জানা যায়, জেলা পরিষদের অধীনে এই পঞ্চায়েতগুলিতে প্রায় ৫৩৭টি নতুন টিউবওয়েল বসানো হবে। এর মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের ১০টি, জেলা পরিষদের সদস্যদের ৩টি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের ১টি করে টিউবওয়েল দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে এই কাজের তদারকিও শুরু হয়ে গিয়েছে। এই উদ্যোগ বাস্তবে রূপায়িত করতে প্রায় ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা ধার্য করা হয়েছে। এই বিষয়ে উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির বাসিন্দাদের বক্তব্য এই সব টিউবওয়েল বসানো হয়ে গেলে বহু জায়গায় পানীয় জলের সমস্যা মিটবে। তাই সরকারের এই উদ্যোগে স্বভাবতই তারা খুব খুশি। বহু দিন ধরে তীব্র জল সঙ্কটের পর নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে নানা এলাকায় জনমুখী কাজের উদ্যোগ শুরু হয়েছে। হুগলির এই পানীয় জলের অভাব মোচনে এই প্রচেষ্টা তারই অঙ্গ।

ইলিশ পাতুরিতে মাতোয়ারা কাকদ্বীপের ইলিশ পার্বন

বাপন মন্ডল, কাকদ্বীপ: এই বর্ষার শুরু থেকে ইলিশের মূল মরসুমে এখনও পর্যন্ত ভাল ইলিশ পায়নি মৎস্যজীবীরা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গভীর সমুদ্রে গিয়েও প্রতিবার প্রায় খালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে তাঁদের। অল্প কিছু মাছ যা উঠেছে, তার বেশির ভাগই ছোট মাপের আর বিভিন্ন বাজারে যে মাঝারী মাপের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে তার দামও আকাশ ছোঁয়া। ফলে তা সাধারণ ও মধ্যবিত্তদের পাতে পড়ার নয়। সেই সমস্ত সাধারণ মানুষের কথা ভেবে কাকদ্বীপে ইলিশ পার্বন আয়োজন করেন ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশন, কাকদ্বীপ শাখা। শনি ও রবিবার এই দুই দিন।

শনিবার কাকদ্বীপ ইলিশ পার্বনের উদ্বোধন করেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। উপস্তিত ছিলেন সমবায় মন্ত্রী জ্যোতির্ময় কর, সাংসদ চৌধুরী মোহন জাটুয়া এবং কাকদ্বীপ মহকুমা ও ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশানের উচ্চপদস্থ কর্তা ব্যাক্তিরা। এদিন সকাল থেকেই ইলিশের গন্ধে ম–ম করছিল কাকদ্বীপ। ইলিশের মাথা দিয়ে কচুরলতি, ডাল, ভাত, ইলিশে পাতুরি, ইলিশের পোস্ত সবমিলে ১২০ টাকা প্লেট। সঙ্গে ইলিশের টক নিলে অতিরিক্ত ৩০ টাকা। রাতে ইলিশ বিরিয়ানি ১০০ টাকা। এছাড়াও ৫০০ থেকে ৭০০ গ্রাম ওজনের কাঁচা ইলিশ ৪৮০ টাকা কেজিদরে বিক্রি হয়। যার বর্তমান বাজারদর ৬০০ থেকে ৭৫০ টাকা। দুপুরে প্রায় দেড় হাজার মানুষ খেয়েছেন এবং ৭ কুইট্যাল কাঁচা ইলিশ বিক্রি হয়। রাতে বিরিয়ানির সঙ্গে ছিল সন্ধেকালীন মনজ্ঞ অনুষ্ঠান। রবিবার উপস্থিত হন মৎস্য মন্ত্রী চন্দ্র নাথ সিনহা। তিনি তার বক্তৃতার মধ্যেদিয়ে ছোট ইলিশ না ধরার আইনি দিক গুলি তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন সবকিছু আইন দিয়ে প্রতিরোধ করা যায়না। তাই মৎস্যজীবীরা যদি মানবতার দিক থেকে এগিয়ে আসেন তাহলেই এই প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা যাবে। বক্তব্য শেষে তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে বসে ইলিশের বিভিন্ন পদ খান।

পথচলতি এক চাষি জানান ''বাজারে ইলিশের দাম বেশি হওয়ায় আমি পরিবারের কাউকে ইলিশ খাওয়াতে পারিনি। তাই আজ পান বিক্রি করে বাড়ি যাওয়ার পথে ইলিশ পার্বনে সস্তার ইলিশ পেয়ে বাড়ির জন্য কিনে নিয়ে যাচ্ছি''।

কাকদ্বীপ ইলিশ পার্বনের উদ্যোক্তা তথা ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশানের সহ সভাপতি বিজন মাইতি জানান ''এবছর ইলিশের যা দাম তাতে সাধারণ মানুষ ইলিশের স্বাদ পাচ্ছেনা। শুধু চোখে দেখেই বাজার থেকে বাড়িতে ফিরতে হচ্ছে। তাই সেই সমস্ত মানুষেরা যাতে ইলিশ খেতে পারেন তার জনই আমাদের এই উদ্যোগ''। তিনি আরও বলেন বিগত বছরগুলিতে এই পার্বন আরো বড়ো করে পালন করবেন।

সিন্ডিকেট সংঘর্ষ এবার বোড়ালে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গড়িয়া বোড়ালে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সিন্ডিকেটকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সংঘর্ষ বাধে। একটি গাড়ি, মোটরবাইক ভাঙচুর করা হয়। এলাকাবাসীদের অভিযোগ ৩২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর অনন্ত রায়ের ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি ব্যোমকেশ কাউরের অধীনে চলে সিন্ডিকেট ব্যবসা। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, এই এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে চলছিল প্রমোটার বসন্ত শেঠিয়ার প্রোজেক্ট। তারই নির্দেশে স্থানীয় ছেলেদের থেকে মাল নিত শেঠিয়ার লোক ইউনিস। ইউনিসের সঙ্গে চুক্তি হয় স্থানীয় বাপী–বাবাইদের। চলতে থাকে সিন্ডিকেট ব্যবসা। এরপর হঠাৎ ইউনিস সরঞ্জাম সাপ্লাইএর বখরা বন্ধ করে দেয়। বাপী–বাবাইদের অভিযোগের ভিত্তিতে শেঠিয়া ইউনিসের সরঞ্জাম সাপ্লাই বন্ধ করে দেয় এবং প্রজেক্ট থেকে বার করে দেয়। শুরু হয় ইউনিসের ক্ষোভ। এবার শুরু হয় সিন্ডিকেট নিয়ে দুটি দলের সংঘর্ষ। তিন জনকে গ্রেফতার করেছে সোনারপুর থানা। বোড়ালে ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে বেআইনি কারবারের অন্ত নেই। সরকারি ভেসটেড জমির উপর বেশ কিছু বাসিন্দাদের বসিয়ে ঘরে মিটার লাগিয়ে তাদেরকে স্থায়ী বাসিন্দা করা হয়েছে। এই সমস্ত অভিযোগ ইতিমধ্যে পুরসভায় এসেছে। এর মধ্যে বোড়ালে অন্যান্য প্রজেক্টও শুরু হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা ভবিষ্যতে আরও আনেক গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

মহানগরে

পুর ই–গভর্ন্যান্স পরিষেবার উন্নতি ঘটছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুর বৈদ্যুতিন প্রশাসন তথা ই–গভর্ন্যান্স উদ্যোগের ক্ষেত্র বিস্তারে 'পুর অ্যাসেসমেন্ট ইন্সপেকশন বুকে'র ডিজিটাইলেশন শুরু হয়েছে। যার ফলে তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার যেমন উন্নতিসাধন ঘটবে ঠিক তেমনই পুর নগরবাসী সহজেই পুর অ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য–পত্র–নথি দ্রুত ও সহজেই হাতে পাবে। প্রসঙ্গত, ১৯৮৪ থেকে ২০১৫ বর্তমান সময় পর্যন্ত সমস্ত 'পরিদর্শন বুক' তথা 'অ্যাসেসমেন্ট ইন্সপেকশন বুক' 'ডিজিটাইলেশন' প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। এদিকে, পুর তথ্য সম্প্রচার পরিষেবার অংশ হিসাবে 'মোবাইলে বার্তা' পাঠিয়ে পুর সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে নাগরিকদের সচেতন রাখার জন্য পুর সম্পত্তি করদাতা এবং ট্রেড লাইসেন্স হোল্ডারদের নিকট একান্ত নিজস্ব 'মোবাইল নম্বর' সংগ্রহের কাজ চলছে।

শহরে ডেঙ্গু নির্ধারণ কেন্দ্র

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পুরসভার সর্বমোট বর্তমান ১৬টি বরো'র মধ্যে বর্তমানে পাঁচটি বরোতে ডেঙ্গু রোগ নির্ধারণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। কেন্দ্রগুলি হল : দু'নম্বর বরোর অন্তর্ভুক্ত ১১ নম্বর ওয়ার্ডে কর্পোরেশন গ্যারেজের পাশে 'হাতিবাগান ডিসপেনসারি'তে, ছ'নম্বর বরোর অন্তর্ভুক্ত ৬২ নম্বর ওয়ার্ডে হাজি মহম্মদ স্কোয়ারের ভেতরে 'হাজি ডিসপেনসারি'তে, ন'নম্বর বরোর অন্তর্ভুক্ত ৮২ নম্বর ওয়ার্ডে কালীঘাট ব্রিজের কাছে 'দেশের খাবার' দোকানের বিপরীতে 'চেতলা ডিসপেনসারি'তে, ১০ নম্বর বরোর অন্তর্ভুক্ত ৯৬ নম্বর ওয়ার্ডে বিজয়শ্রী মন্দিরের বিপরীতে 'লায়ালকা চেস্ট ক্লিনিকে' এবং ১৪ নম্বর বরোর অন্তর্ভুক্ত ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডে পর্ণশ্রী এলাকার নববাণী সংঘ পার্কের পাশে কেএমসি'র ডিসপেনসারিতে। ভারত সরকারের 'ডিরেক্টরেট অফ ন্যাশনাল ভেক্টর বোর্ন ডিজিস কন্ট্রোল প্রোগ্রামে'র অনুমোদন

ক্রমে এলাইজা পদ্ধতিতে ডেঙ্গু নির্ধারণের জন্য 'কেএমসি'র ১৪০টি ম্যালেরিয়া চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে রক্ত সংগ্রহ করে শহরের ওই নির্দিষ্ট পাঁচটি ডেঙ্গু নির্ধারণ কেন্দ্রে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। এখানে ডেঙ্গু হয়েছে কিনা তা সঠিক ভাবে জানার পর একমাত্র এলাইজা পদ্ধতিতে এনএস–ওয়ান অ্যান্টিজেন এবং আইজিএম অ্যান্টিবডি পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণ করা হয়। এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট 'মোবাইল বার্তা' পাঠানো হয়। এবং সংশ্লিষ্ট রক্ত গ্রহণ কেন্দ্রেও ফলাফল জানিয়ে দেওয়া হয়। পুর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় 'জাতীয় নগর স্বাস্থ্য উদ্যোগ' তথা 'ন্যাশনাল আরবান হেলথ মিশন' প্রকল্পের আওতায় বাকি ১১টি বরোয় একটি করে এই ধরনের কেন্দ্র তৈরি করা হবে। এই প্রকল্পে ৮৭টি ওয়ার্ড স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রসারণ কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রসঙ্গত, চলতি বছর গত সাড়ে ন'মাসে শহরে ৫৮ জন এবং গত বছর শহরে ৩৫০জন নগরবাসী ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তবে গত দু'বছরে কোনও নগরবাসী মারা যাননি বলে পুর স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানানো হয়।

জলাতঙ্ক প্রতিরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : জলাতঙ্কের মতো মারাত্মক ব্যাধি প্রতিরোধে কলকাতা পুরসভা ১৬টি জলাতঙ্ক প্রতিষেধক টিকাদান কেন্দ্র স্থাপন করেছে প্রতি বরোয় একটি করে। এই কেন্দ্রগুলি থেকে কুকুর–দংশিত মানুষদের দুর্মূল্য জলাতঙ্ক প্রতিষেধক টিকা বিনামূল্যে দেওয়া হবে। এই রোগাক্রান্ত মানুষদের প্রতিরোধ বৃদ্ধির জন্য 'ইক্যুইন র‍্যাবিস ইমিউনোগ্লাবিন'ও বর্তমানে দেওয়া হচ্ছে।

কলকাতাবাসীদের অভিযোগ পুরসভা বরোগুলিতে টিকাদান কেন্দ্র চালু করেছে বটে কিন্তু সেভাবে প্রচার না থাকায় মানুষ এই পরিষেবা নিতে পারছে না।

৪ বছরে সুদ ১ লক্ষ কোটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাম জমানায় কেন্দ্রের থেকে নেওয়া বিপুল অঙ্কের ঋণের জন্য বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ট্রেজারি থেকে ২০১৩–'১৪ অর্থবর্ষে পুরাতন ঋণের প্রতি সুদ ও ঋণ শোধের জন্য ২৮ হাজার কোটি টাকা কেটে নিয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১১–'১৫–এর জানুয়ারি পর্যন্ত এ রাজ্যের ট্রেজারি থেকে মোট ১,০২,০৯৭ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে।

এখনও বাকি প্রায় দেড় কোটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ রাজ্যে রেশন কার্ড একটি অন্যতম প্রধান পরিচয় পত্র। তারই অত্যাধুনিক রূপ 'বার কোডেড রেশন কার্ড'। সেই কার্ড তৈরির প্রক্রিয়া রাজ্যে গত এক বছর যাবৎ জারি রয়েছে। রাজ্যে মোট রেশন কার্ড আছে ন'কোটির অধিক। তার মধ্যে বর্তমানে ডিজিটাইজেশনের সংখ্যা ৭.৮০ কোটিতে ছুঁয়েছে। রাজ্য সরকার বহু দিন আগে থেকেই এলাকায় এলাকায় রেশন কার্ড ডিজিটাইজেশনের কাজ শুরু করলেও এখনও তাতে তেমন গতি আসেনি। বিশেষ করে কলকাতার রেশন দোকানগুলিতে এখনও মানুষ কার্ড জমা দিলেও কবে তা পাবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। ফলে নতুন রেশন কার্ড নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েই গিয়েছে।

মাঙ্গলিকী

মাঙ্গলিকীর নিজস্ব অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : নব কলেবরে গঠিত মাঙ্গলিকীর (নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা) সাহিত্য সংস্কৃতির ঘরোয়া আসর বসে কিছুদিন আগে হাওড়ায়। আসর বসে মাঙ্গলিকীর সদস্যা জাদুকর সোনালি কর্মকারের আবাসন গৃহে।

আগামী ১৩ই অক্টোবর আলিপুর বার্তা ৫০ বছরে পা দেবে। আলিপুর বার্তা প্রকাশনা শুরু হবার পরে মাঙ্গলিকী স্থাপন করেন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সাংবাদিক তরুণ ভূষণ গুহ। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মাধ্যমে তিনি বহু সুস্থ সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজসেবী মানুষকে আলিপুর বার্তার সাথে যুক্ত করেন। তাই আলিপুর বার্তার ৫০ বছরে পা দেবার সময়ে মাঙ্গলিকীর নতুন ব্যানার তৈরি করে তা টাঙিয়েই মাঙ্গলিকীর নব পর্যায়ে প্রথম আসর বসল 'সবার সাথে চলার' চিন্তা–সমৃদ্ধ জাদুকর সোনালি কর্মকারের আবাসন গৃহে। আসর সঞ্চালনা করলেন মাঙ্গলিকীর প্রধান উপদেষ্টা ময়না কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন।

তিনি আসরে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, সমাজসেবী সাংবাদিক প্রয়াত তরুণভূষণ গুহর কিছু স্মৃতিচারণ করেন। বলেন, অল্প দিনের জন্য হলেও তিনি প্রয়াত গুহর সান্নিধ্যে আসেন। প্রয়াত গুহর সমাজসেবী মনোভাব, বিশেষ করে সংবাদ পত্র প্রকাশনার মাধ্যমেও যে সমাজ সেবা করা যায় তার বহুধা কর্মকান্ড তাঁকে আকৃষ্ট করে মাঙ্গলিকীর মাধ্যমে আলিপুর বার্তার সাথে যুক্ত হতে (এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, প্রতিবছর জীবনানন্দ সভাগৃহে ডঃ বর্ধনের 'জন সমুদ্র' সাহিত্য পত্রিকা গোষ্ঠীর তরফে প্রয়াত পিতা মাতার দুটি বিশেষ স্মরণ সভা করা হয়। সেখানে প্রতিবছর নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির কোনও না কোনও সদস্য সদস্যা তাঁর কর্ম কুশলতার জন্য স্মারক সম্মান মানপত্র পেয়ে থাকেন – এই ভাবেই ডঃ বর্ধন 'জন সমুদ্র', 'শব্দের ঝংকার', 'শিল্প মনন' প্রভৃতি পত্রিকা গোষ্ঠীর লেখক–লেখিকাদের মাঙ্গলিকীর সাথে যুক্ত করে নিয়েছেন। আবার উক্ত পত্রিকাগুলির নানান সাহিত্য সংস্কৃতির অনুষ্ঠানে মাঙ্গলিকীর সদস্য–সদস্যারাও অংশ গ্রহণ করে থাকেন।

আলিপুর বার্তার বরিষ্ঠ সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মাঙ্গলিকীর মাধ্যমেই তিনি যুক্ত হন নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাথে। যখন তিনি 'তরুণদা'র কাছে প্রথম আসেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৩ আজ তিনি ৭৪। শাশ্বত তরুণ ভূষণ গুহর সবাইকে আপন করে নেবার ফাঁদে তিনি আবদ্ধ হন। এই ফাঁদের ভিতরেই তিনি পেয়েছেন চির আনন্দের জগৎকে— আর কি চাই?

এদিন আসরে কবিতা, গল্প পাঠে যাঁরা আসর জমালেন তাঁরা হলেন প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্মিষ্ঠা মাজী, ডাঃ রুপালি বিশ্বাস, মতিলাল পটুয়া, প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য, প্রবীর কুমার ভট্টাচার্য, ডাঃ সমীর কুমার বেতাল, সুনীল মুখোপাধ্যায়, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

গানে গানে আসরকে আরও উজ্জ্বল করলেন ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী, অদিতি রায়। বৈঠকী জাদু দেখালেন আসরের অভ্যর্থক সোনালি গুহ। আবার তাঁর 'ক্ষুদে' সোহম সহ–সঞ্চালক তীর্থঙ্কর রায়ের কোলে বসে নিজের 'বায়োডাটা' পেশ করে গেলো। তরুণ সাংবাদিক জাদুকর প্রিয়ম গুহ এদিন তাঁর দিদি সোনালিদি ও তাঁর (এবং সোহমের) দিদার সাথে হাত মিলিয়ে আসরে আগত সকলের চা জলযোগ সহ আপ্যায়ণে ব্যস্ত রইলেন। মাঙ্গলিকীর আরও আসর বসবে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সদস্যবৃন্দের ব্যবস্থাতেই— শাশ্বত তরুণ ভূষণ গুহকে 'প্রণাম'...

সংযোজন : ৫০ বছর পেরিয়ে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির আজকের কান্ডারি সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক প্রণব গুহকে সমিতির সাথে যুক্ত সকলের তরফে 'সেলাম'। এদিন আসরে প্রণব গুহকেও বিশেষ অভিনন্দন জানান সঞ্চালক ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন।

লোক প্রসার শিল্পীদের নাম নথিভুক্তকরণ চলছে

কল্যাণী ঘোষ

হুগলি জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে গত বছর ২০১৪ সাল থেকে লোক প্রসার শিল্পীদের নাম নথিভুক্তকরণ করার কাজ চলছে। দপ্তর সূত্রে জানা যায়, এই নাম নথিভুক্তকরণ করার জন্য এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪৯২০টি আবেদন পত্র জমা পড়েছে। এর মধ্যে প্রায় ২৪৭৪ জনের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এই তালিকাভুক্ত ২৪৭৪ জনের মধ্যে প্রায় ১২৫ জন লোক প্রসার শিল্পীকে ৬০ বছরের উর্দ্ধে ১০০০ টাকা করে অবসরকালীন ভাতা দেওয়া হচ্ছে। ৬০ বছরের নীচে আরও ১১১০ জন লোক প্রসার শিল্পীকে বহাল ভাতা ১০০০ টাকা করে প্রদান করা হচ্ছে। উপরন্তু, যে কোনও সরকারি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলে বাড়তি আরও ১০০০ টাকা করে তাদের দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে প্রায় ২৫৬ জনকে অবসরকালীন ভাতা প্রদানের জন্য পরিচয় পত্র দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, প্রায় ২২১৩ জন শিল্পীকে বহাল ভাতা প্রদানের জন্য পরিচয় পত্র দেওয়া হয়েছে। সাধারণত লোক প্রসার শিল্পী বলতে বাউল, তরজা, ভাদু, টুসু, ভাওয়াল ইত্যাদি শিল্পের জন্য যুক্ত ব্যক্তিদের গণ্য করা হয়। এই বছর ২০১৫ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত প্রায় ৪৯৪টি ও আগস্ট মাসে প্রায় ১৯০টি সরকারি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে প্রায় ১৩১৯ জন লোক প্রসার শিল্পীদের নাম নথিভুক্ত করতে।

শতবর্ষে বিজন ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলা থিয়েটারে গণনাট্য সংঘের ভূমিকা অপরিসীম। এই আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত বিজন ভট্টাচার্যের ১০০ বছর উদজাপন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা হয় হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরিতে। থিয়েটারের শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল একটি কর্মশালাও। উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অশোক মুখোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় এবং প্রখ্যাত অভিনেতা পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক তপন হাজরা জানান বিজন ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষে উদজাপনের জন্য ছ মাসের অভিনয় ও নাট প্রযোজিত হবে সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত প্রতি রবিবার। নতুন ছেলেমেয়েদের সুযোগ করে দিতে এই উদ্যোগ। শিক্ষা দেবেন অশোক মুখোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশিক সেন এবং আরও অন্যান্য বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব।

'ভাবনামুখ' –এর আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভবানীপুরের বকুল বাগান অঞ্চলে, বিজয় মুখার্জী লেনে প্রতি মাসের প্রথম মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বসে 'ভাবনামুখ' সাহিত্য–সংস্কৃতি গোষ্ঠির আসর। আহ্বায়ক ''ভাবনা মুখ''–এর প্রতিষ্ঠাতা কবি, সমাজসেবী নরেশ জৈন। গত ১১ই আগস্ট আসরে ১৫ জন কবি, লেখক যোগদান করেন।

গোড়ায় সকলকে আসরে স্বাগত জানান নরেশ জৈন। সঞ্চালনায় এলেন জয় ভট্টাচার্য। 'এ মাসে কি পড়েছি' এই পর্যায়ে শোনালেন ব্রেখটের কবিতার উজ্জ্বল বাংলা অনুবাদ। বেশ কিছুদিন হয়ে গেল জয় তাঁর বাবাকে হারিয়েছেন। সে বেদনা কিন্তু এখনও তাঁর হৃদয় বীণায় বেজে চলেছে। তাই বাবার স্মৃতিচারণার সাথে বাবাকে নিয়ে লেখা তাঁর কবিতাও শোনালেন (আমি যা কিছু শিখেছি তা সবই আমার পিতার কাছে শিখেছি : উপনিষদের বাণী)। এদিন আসরে যাঁরা স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করলেন তাঁরা হলেন অণিমা বিশ্বাস (মননশীল 'সমুদ্রের মতন' কবিতা, হিন্দী কবিতাও শুনিয়েছেন), সুজিত দেবনাথ (ছড়াতেই এখন শ্রীদেবনাথ উজ্জ্বল। গায়ে জ্বর নিয়েও আসরে আসেন, এই আসরকে ভালবাসেন বলেই), জয়ন্তী আচার্য্য (ছোটদের জন্যে ছড়া), পামেলা সরকার (কবিতা 'মান সম্মান'– পামেলার কবিতার 'মান বাড়ছে'!) নরেশ জৈন (কবিতা, 'খবর আছে' খুবই উপভোগ্য রচনা), শেফালি সরকার ('স্বর্গের রূপদান', রূপক ধর্মী ভাল কবিতা), শাশ্বতী সরকার ('ঈশ্বর ও ঈশ্বরী' অতি মননশীল রচনা), সত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায় (অতি আধুনিক বিন্যাস সমৃদ্ধ কবিতা), অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বৈঠকী চাবির জাদুও দেখিয়েছেন, জাদু সম্রাট পি সি সরকার সিনিয়রের রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ পাওয়ার কাহিনীও শুনিয়েছেন), অদৃশ্য নাথ (কবিতা 'চোখের জলে') প্রমুখ। গডওয়ের অণু গল্প ভাল লাগলো, যথার্থই অনু গল্প। সুমন ভৌমিক পাঠ করলেন তাঁর মননশীল নিবন্ধ ১৬ই আগস্টকে কেন্দ্র করে।

এবার আসি বাচিক শিল্পী কবি উদয় চক্রবর্তীর কথায়। বললেন, 'বর্ণ ফ্রি' (অর্থাৎ সদ্য কর্ম জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন।) হবার পরে জানার কৌতূহলেই নানান বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করছেন, নিজেকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করছেন। সমাজটাকে আমাদের কলমের মাধ্যমেই (অসির চেয়ে মসীর জোর বেশি) উজ্জ্বল করে তুলতে হবে। সম্প্রতি বাংলাদেশে মৌলবাদিদের হাতে আরও একজন মুক্তমনা মানুষ খুন হলেন; এর বিরুদ্ধেই আমাদের কলমের মাধ্যমে গর্জে উঠতে হবে পরে শ্রী চক্রবর্তী অনবদ্য পাঠ শোনালেন এই সংগঠনেরই সভাপতি, পার্থসারথি গায়েনের মানভূমিয়া ভাষায় লেখা একটি দুর্দান্ত কবিতা। সংগঠনের সভাপতি পার্থসারথি গায়েন শোনালেন তাঁর কিছু কবিতা। শ্রীগায়েন (অবসরপ্রাপ্ত ডবলুবিসিএস অফিসার) প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক (দুটি বই প্রকাশ করেছেন) ও সর্বোপরি জনপ্রিয়তা আঞ্চলিক ভাষায় অনবদ্য কবিতা রচনায়। এদিন তাঁর সব কটি কবিতা পাঠই সকলের মন ছুঁল। বস্তুতঃ তাঁর রসসমৃদ্ধ (বাইরের আবরণ 'গম্ভীর'!) বিবিধ বিষয়ের উপরে আলোচনা, বিভিন্ন জনের পাঠ নিয়ে আলোচনা আসরকে আরও উজ্জ্বল করল– সঞ্চালক জয় ভট্টাচার্য নিশ্চয়ই মানবেন। শ্রী গায়েনের মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যক্ত মতামত তাঁর কাজকে আরও উজ্জ্বল করল...

শ্রী জৈন সকলকে চা–জলযোগে আপ্যায়ণও করেন। অতি সুসজ্জিত ছোটো ঘরে 'ভাবনা মুখ'–এর এই আসরের কথা এই প্রতিবেদকের অনেক দিন মনে থাকবে – ৫০ বছরে পা দেওয়া সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আলিপুর বার্তার তরফে রইল 'ভাবনা মুখ'–এর জন্যে অনেক অনেক শুভেচ্ছা...

পত্র–পত্রিকার আলোচনা

চোখ

(শ্রাবণ ১৪২২/আগস্ট ২০১৫) (সম্পাদক – মানিক দে) – বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান ও অন্নদাশঙ্কর স্মারক সংখ্যা–টিতে প্রত্যাশিতভাবেই একগুচ্ছ রচনা ওই দুই বিখ্যাত ও বিশিষ্ট বাঙালী–র উদ্দেশ্যে রচিত। শেখ মুজিবরের অসমাপ্ত আত্মজীবনীর অংশ বিশেষ প্রকাশ করার জন্য সম্পাদক–কে সাধুবাদ জানাতেই হয়। পঙ্কজ সাহার আন্তরিক লেখাটিতে মানুষ অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। ভালো কবিতা লিখেছেন, জসিমুদ্দিন, জিয়াদ আলী, অভীক মজুমদার, হৃষিকেশ হালদার, অমল কর, শেফালী চক্রবর্তী প্রমুখ। ছড়া বিভাগেও জমজমাট – সুচিত্র মিত্র, অমিতাভ চৌধুরী ও ডঃ নীলাদ্রী বিশ্বাসের লেখায়। এমন গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যাটির নির্মাণে বেশ অগোছালো ভাব দেখা গেল। ছড়া / কবিতা গুলি–কে আলাদা ভাবে সাজানো যেত। বিভিন্ন পাতায় অক্ষরের আয়তনের হেরফের প্রত্যাশিত নয়কো, বেশ কিছু পাতার ছাপা অস্পষ্ট, এমন কি পাতাগুলি ও মলাট সমমাপের নয় – এমনটা বোধহয় বাঞ্ছিত নয়। (পত্রিকার ঠিকানা – ২৭ গোবরা গোরস্থান রোড, কলকাতা–৭০০ ০৪৬)

আম আদমি

(জুলাই ২০১৫ সংখ্যা) (সম্পাদক – করুণাময় বিশ্বাস) – বর্তমান সংখ্যায় শৈলেন কুমার দত্ত, তৈমুর খান, শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য, অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন। গল্প বিভাগে দীপক বসুর বিন্দাস গল্পটি প্রেমচাঁদ মুন্সীর প্রভাব সত্বেও উতরেছে। হতাশ করেছে আম আদমির গল্প (অরুণোদয় বিশ্বাস)। দীপক সমাদ্দারের নিবন্ধটি সময়োপযোগী (সমকালে নেশার প্রভাব ..) তবে আরও একটু বিস্তৃতি প্রত্যাশিত ছিল। প্রয়াত লেখক মদন দাসের পৌরাণিক কথা (অমরনাথের কাহিনী) মনোগ্রাহী। জোকস্–এর সংযোজন পত্রিকার জনপ্রিয়তা বাড়ায় এটা সত্যি কিন্তু কৌতুকী শব্দ–টি ব্যবহার করা কি মানা আছে! (পত্রিকার ঠিকানা – অরুণোদয় প্রকাশন, দক্ষিণ মল্লিকবাগান, শেওড়াফুলি – ৭১২২২৩ / ফোন নং –2632 7923 / 09432282472, ই.মেল aamaadmimag@gmail.com)

বৈশাখী

(প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা বৈশাখ ১৪২২ / সম্পাদকমণ্ডলী – মণীষা ঘোষাল, জ্যোতির্ময় দাশগুপ্ত, বাণী চ্যাটার্জী, হিমাংশু কুমার রায়) বড়িশার বৈকালিক আড্ডা গোষ্ঠীর প্রথম প্রয়াসটি মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। আড্ডার গণ্ডী বেশ সপ্রতিভ ভাবেই ঘরের সীমানার বাইরে পা রেখেছে। এই উদ্যোগে নারীদেরই প্রাধান্য চোখে পড়ল। এমনতর প্রয়াসে নারীবাদী–রা নিশ্চয়ই উদ্দীপিত হবেন। কবিতা, ছোট্ট গল্প, রান্না–র প্রণালী, ভ্রমণ, নিবন্ধ সবকিছুই কিছু কিছু রয়েছে। কবিতাগুলির বিশ্লেষণ এখানে নিরর্থক। শিবানী চক্রবর্তীর ছোটগল্পটি সামাজিক মূল্যবোধের দিক দিয়ে আমাদের বিবেক–কে জাগিয়ে গেল। অন্য গল্পটির মজা কিন্তু এই সময়কালে জমে না কারণ, বাটা মশলার আধিপত্য অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর আগেই শেষ হয়েছে, আজকাল বাটা শুনলে কেউ ভুলেও মশলার কথা ভাবে কি! সম্পাদকীয় বক্তব্যে কয়েকটি হাস্যকর প্রমাদ রয়ে গেছে। বৈকালিক আড্ডার সূচনা ১৯০৭ সাল নয়, সম্ভবতঃ ২০০৭ সালে হয়েছিল, বৈশাখীর এই প্রথম সংখ্যাটি ১৯১৫ তে নয়, ২০১৫–তে প্রকাশ হল। আশা করব, আগামী সংখ্যা থেকে এঁরা আরও গুছিয়ে পত্রিকা নির্মাণ করবেন। (পত্রিকার ঠিকানা – ২৯ডি, নাবালিয়া পাড়া রোড, বড়িশা, কলকাতা–৭০০০০৮ / ফোন নং – 033 2494 6116 / 8017438024)

সায়াহ্নে

(বর্ষা ১৪২২ / জুন ২০১৫ / প্রধান সম্পাদক – বিনয় দত্ত) – বর্তমান সংখ্যাটির প্রচ্ছদে সম্প্রতি প্রয়াত সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ছবি অত্যন্ত সময়োচিত শ্রদ্ধার্ঘ। শচীন কুমার চক্রবর্তীর বেদ–নির্ভর নিবন্ধ–টি আমাদের আলোকিত করে । কৃত্তিবাসী রামায়ণ নিবন্ধটিও (ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন) সু–আলোচিত। বৈশম্পায়ন রচিত উল্টো কবি নিবন্ধটি সরস, কৌতূহলোদ্দীপক। তুলনায় রম্য রচনার ধাঁচে লেখা মুকুল মাইতির জীবন সায়াহ্নে নিবন্ধটি অতি–কথনে রসহানি ঘটিয়েছে। রুচি–পরিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে শুরুতে অনেক শব্দ খরচ করা হয়েছে, যা এড়াতে পারলে লেখাটি বোধহয় আরও গতিময় হয়ে উঠত। সুব্রত ভট্টাচার্য ও বিনয় দত্ত দুজনেই চমতকার গল্প উপহার দিয়েছেন। আরতি দে, শান্তনু মিত্র ও গোবিন্দ মোদকের কবিতা উল্লেখযোগ্য।

কচিকাঁচা সবুজসাথী

(শ্রাবণ ১৪২২ / সম্পাদকমণ্ডলী – কৃষ্ণা নাহা, বিধান সাহা, দেবাশীষ রায়শর্মা) – এই সংখ্যা আয়তনে শীর্ণ হয়েছে। নেই গল্প বা অন্য গদ্য রচনা। তবে ১৬ পাতার এই সংখ্যায় ১৫ পাতা জুড়ে মন–মাতানো ছড়া ছোটদের ভালো লাগবে। প্রয়াত শিশু–সাহিত্যিক বিমল মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত এই শিশু–পত্রিকাটি কিন্তু নিজেদের উজ্জ্বল উপস্থিতি ধরে রাখতে সচেষ্ট, সেটা অবশ্যই আশার কথা। (পত্রিকার ঠিকানা – ৮৯এ, জজবাগান, হরিদেবপুর, কলকাতা–৭০০০৮২ / ফোন নং – 9477943121)

বিকল্প

(এল.এ.পি.এম–এর দ্বিমাসিক মুখপত্র) – প্রতিবাদী সাময়িকপত্র। পরিবেশ রক্ষার জন্য নিরন্তর লড়াই এঁদের। জলাজমি ভরাট, বৃক্ষছেদন করে বনাঞ্চল নির্মূল করা, মোবাইল টাওয়ারের থাবা রুখে দেওয়া, লোভী ব্যবসায়ীদের আগ্রাসনে নদীর মাছ (ইলিশ ইত্যাদি) নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার নেপথ্য কাহিনী উঠে এসেছে এঁদের বিভিন্ন প্রতিবেদনে। পরিবেশ রক্ষা তথা সবুজের অভিযানের এমন নিরলস সৈনিকদের প্রয়াস–কে কুর্নিশ জানাতেই হয়। (পত্রিকার ঠিকানা – অরুণ ভট্টাচার্য ও অরুণ পাল, হেস্টিংস হাউস (ফিফথ্ ফ্লোর) ৭সি কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলকাতা–৭০০০০১ / ফোন নং – 9339745724 / 9433771214 arun–bali1954@gmail.com)

বাংলা গান – সুতানুটির আসর থেকে সোনালী পর্ব

(মোহিত গুপ্ত। দাম ১৫০ টাকা, মান্না পাবলিকেশন, ৩০/১বি কলেজ রো, কল–৯) গত তিনশ বছরে বাংলা গানের রূপ ও বিবর্তন–কথা ধরা হয়েছে এই গবেষণা–সিদ্ধ গ্রন্থটিতে। লেখক অষ্টাদশ শতকের সঙ্গীত চর্চা, কিংবা আরও নির্দিষ্ট করে বললে বাঙালীর সঙ্গীত–চর্চার ধারা গুলি গভীর অনুসন্ধিতসু দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন । রয়েছে প্রবাদ–প্রতিম সঙ্গীতকার/গায়কদের কথা। ধনী গৃহের বারমহল থেকে গ্রামের কবির লড়াই, গ্রামোফোনের আবির্ভাব, ছায়াছবি ও প্লে–ব্যাক পদ্ধতির প্রচলন – সবই পর্বে পর্বে উঠে এসেছে মোহিত গুপ্তের ঝরঝরে স্বাদু বাংলা লেখায়। বাড়তি পাওনা বেশ কিছু অসামান্য প্রামাণ্য ফটোগ্রাফের পুনর্মুদ্রণ। আধুনিক বাংলা গানের নানান রূপের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন লেখক, সত্যজিতের ফিল্ম–সঙ্গীত, গণ সঙ্গীত, হাসির গান, প্যারোডি গান কিছুই বাদ যায় নি তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি থেকে। এমন একটি গ্রন্থ রচনা করে লেখক তাবত বাঙালীদের কৃতজ্ঞতা পাশে বেঁধে ফেলেছেন।

জীবন দর্শন

প্রেমাঞ্জনচ্ছরিত ভক্তি বিলোচনেন

সমাজে কোনও জায়গায় ভগবৎ সম্বন্ধে আলোচনা হলে কেউ কেউ বলেন বা প্রশ্ন করেন আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন যে তাকে নিয়ে আলোচনা করছেন? সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করছেন ডাঃ সুবোধ চৌধুরী।

আমরা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, ফরাসী প্রেসিডেন্ট ও আরও কত মানুষকে দেখিনি তবুও তাদের জন্মদিন পালন করছি, তাদের আদর্শ বহন করার কত কথা বলছি। কই তাদেরকে তো দেখিনি তবু তাদের নিয়ে আলোচনা হলে ওই রকম প্রশ্ন ওঠে না। আবার দেখুন আমেরিকা বা ফরাসী প্রেসিডেন্ট সাথে দেখা করতে গেলে তার পাসপোর্ট, ভিসা আরও কত কি নিয়ম কানুন বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে তবেই আপনি তাদের সাথে দেখা করতে পারবেন।

আর যিনি সকল প্রেসিডেন্টের প্রেসিডেন্ট, সকল দেব দেবীর দেবতা তাঁর সাথে দেখা বা সাক্ষাৎ করতে গেলে কিছু তো নিয়ম কানুন মেনে চলতে হবে। তাঁকে (ভগবান) কি এমনি এমনি দেখা পাওয়া যায়। সকল দেবর্ষি, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষিরা যাঁর অনন্ত কাল ধরে সন্ধান করে তাঁর সন্ধান পায় আমরা কোনও পরিশ্রম না করে তাকে দেখতে পাব এটা আশা করা চরম মূর্খামি।

ভগবানকে দেখতে গেলে তাকে অনুভব করতে গেলে আপনাকে কিছু নিয়ম কানুন মেনে চেষ্টা করতে হবে। আর এই চেষ্টার নাম অনুশীলন, কৃষ্ণানুশীলন।

আপনি ভগবানের কাছে যেতে চান তাকে পেতে চা, তার সান্নিধ্য লাভ করতে চান এই ইচ্ছা থাকলে লাইন পাতা আছে সেই লাইনে যেতে হবে সেটা কি লাইন

সাধু – শাস্ত্র –গুরুবাক্য

সাধু – ভগবৎ তত্ত্ব জ্ঞানী পুরুষ তার কাছে মেলামেশা করতে হবে তার কাছে ভগবৎ কথা শ্রবণ করতে হবে। কৃষ্ণা ভাবামৃতের রসাস্বাদন করতে হবে।

শাস্ত্র – বৈদিক প্রমাণিক গ্রন্থ যেমন গীতা, ভাগবৎ, ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করতে হবে। তার ফলে হৃদয়ে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি উৎপন্ন হবে।

গুরুবাক্য – কৃষ্ণতত্ত্ব বেত্তা – পথ প্রদর্শক। অঙ্ক শিখতে যেমন গুরুর কাছে অঙ্ক শিখতে হয়। ফিজিক্স শিখতে ফিজিক্সের ভাল শিক্ষকের কাছে পড়তে হয় ঠিক তেমন যিনি কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা তার কাছে গিয়ে ভগবৎ অনুশীলন শিখতে হবে এই তিনের প্রকৃত সমন্বয় হলে ভগবান সম্পর্কে আর কোনও প্রশ্ন থাকবে না। আপনি অন্তরে তার স্পর্শ পাবেন ও পরম আনন্তে থাকবেন। কৃষ্ণানুশীলন প্রসঙ্গে ব্রহ্মাজীর উপদেশ আমাদের তাঁর খুব কাছে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। তিনি বলছেন–

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি বিলোচনেন

ভগবানের সাথে প্রেম করতে হবে। প্রেমিক যেমন সবসময় প্রেমিকার কথা ভাবে তার বিরহে অশ্রুপাত করে ঠিক তেমনি আমাদেরও ভগবানের সাথে প্রেমের বন্ধন তৈরি করতে হবে। তাকে না পাওয়ার যন্ত্রণায় তার জন্য কাঁদতে হবে। তাহলে তাকে হৃদয়ে দেখতে পাবেন।

আর কি? না ভক্তি করতে হবে – ভক্তি বিলোচনেন তিনি প্রেম ভক্তির দাস। তিনি কেন? আমরা সকলে প্রেম ও ভক্তির দাস– বাস্তব জীবনে দেখুন আপনি যদি কাউকে ভালবাসেন, তাকে ভক্তি করেন সে দেখুন আপনার জন্য সব কিছুই করবে। আপনাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হবে। আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে। তাহলে আপনি যদি ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তি দিয়ে পূজা করেন তাহলে তিনি মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন না। তাইতো ভগবতে বলা হয়েছে

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।

যে সদা আমাকে ভাবে, বা সর্বত্র আমাকে দেখে, আমি তার প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি দিয়ে থাকি – সেই ভক্ত কখনও আমার দৃষ্টি অগোচর হন না। তাই একটা খুব সাধারণ অঙ্ক – প্রেম, ভক্তি দ্বারা আমরা যদি ভগবানকে ভালবাসি তাহলে আমরা তাঁকে মানস চক্ষে দেখতে পাব। এতে কোনও সন্দেহ নেই। আর এর নাম কৃষ্ণানুশীলন।

আপনি যদি কোন বিষয় সম্বন্ধে পন্ডিত হতে চান সে আইন কানুন, চিকিৎসা বলুন, গণিতজ্ঞ বলুন সেটা একদিন হয় না। কোনও শিক্ষকের কাছে নির্দিষ্ট পুস্তক পাঠের মাধ্যমে একজন অভিজ্ঞ পথ প্রদর্শকের কাছে দীর্ঘদিন ট্রেনিং নিতে হবে। তবেই আপনি একজন ভাল চিকিৎসক হবেন, ভাল আইনজ্ঞ হবেন। ভগবানের কথা তেমনি ভগবৎ তত্ত্ব বিজ্ঞান। তাকে জানতে, তাঁকে বুঝতে ও তার সান্নিধ্য লাভ করতে গেলে সাধু সঙ্গ করতে হবে, বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করতে হবে ও শেষে গুরুর নির্দেশ মেনে চলতে হবে। তবেই আপনি ভগবৎ উপলব্ধি করে প্রকৃত সুখী হতে পারবেন। নচেৎ নয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহু জায়গায় বহুবার বহু ভাবে মানুষকে নানাভাবে বলেছেন যে তোমরা আমার কথা চিন্তা করো আমি তোমার সকল ভার নেব।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তে মাং যে জনা পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম।।

যারা অন্যন্যচিত্তে কেবল, আমার চিন্তা করে আমাকে ভক্তি করে আমার সাথে প্রেমের বন্ধন তৈরি করে আমি তার সকল দায়ভার গ্রহণ করি।

সুসন্তানের সকল দায়ভার যেমন পিতা গ্রহণ করে। আমরাও তার সন্তান কিন্তু আমরা কুসন্তান তার কণ্ঠপাঠ্য যদি আমরা আমাদের পরমপিতার কথা শুনি তবে তিনি নিশ্চয় আমার সকল ভার গ্রহণ করবেন একথার অন্যথা হবে না।

তাই আমাদের মনকে তার প্রতি প্রগাঢ় প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা দিয়ে ভজন করতে হবে। পূজন করতে হবে তবেই তিনি আমাদের কাছে প্রকট হবেন নচেৎ নয়।

ভগবান, প্রেম, ভক্তি ভালবাসার দাস। জয়দেবের গীতগোবিন্দে তাই তো বলা হয়েছে

স্মর গরল খন্ডনং মম শিরশি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লভমুদারম।

ভগবান ভক্তে সেবা করেন – তার জন্য তার প্রাণ আকুলি বিকুলি করেন। কিন্তু তিনি অভক্তের কাছে প্রকট হন না। তার প্রতি ফিরে তাকান না। কিন্তু ভক্তের জন্য তিনি সব করেন। ভগবান গীতায় বলছেন–

অঞ্জশ্চাশ্রদ্ধধানশ্চ সংসয়াত্মা বিনশ্যতি
নায়ং লোকোহস্তিন পরো ন সুখং সংশয়ত্মন।

অজ্ঞ, শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, ব্যক্তি কখনই ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারে না যাদের মন ভগবান সম্বন্ধে সন্দেহ তারা হইলোকে বা পরলোকে কোথাও সুখভোগ করতে পারে না।

৯/৩ শ্লোকে বলছেন

অশ্রদ্ধাধানা পুরুষা ধর্মসাস্য পরন্তপ
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যু সংসারবর্ত্মনি।।

ভগবানের প্রতি যাদের শ্রদ্ধা নেই, তারা আমাকে লাভ করতে পারে না ও জন্ম মৃত্যুর চক্রে কেবল দুঃখ ভোগ করতে থাকে।

তাই ব্রহ্মাজীর কথায় আমরা ভগবানকে প্রেম ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখলে সুখী হব।

আপনার বাড়িতে টিভি সেট আছে কম্পিউটার আছে কিন্তু সেটি খারাপ হয়ে গেলে, টিভি বা কম্পিউটার মেকানিক বা ইঞ্জিনিয়ার দরকার ভাল মেকানিক চাই তা না হলে ভাল সারানো হবে না।

আমাদের হৃদয়ের মধ্যে কিন্তু টিভি, রেডিও, কম্পিউটার সবই আছে। জড় জগতের আবর্জনা ঘাটতে ঘাটতে সেগুলি একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছে। সেগুলি সারাতে একজন অভিজ্ঞ দক্ষ কারিগর চাই। তবেই সেগুলি ভালভাবে সারানো যাবে। কোথায় সেই কারিগর থাকে তার জন্য আপনাকে প্রথমে সাধুসঙ্গ করতে হবে, সাধুসঙ্গ করলে তিনিই সন্ধানে দেবেন। বলে দেবেন কোথায় গুরু পাওয়া যায়। সে আপনার হৃদয়ের টিভি সেটটি ভালভাবে সারাতে পারবে। হৃদয়ের টিভি সেটটি ঠিক হলেই আমরা হৃদয়ের টিভিতে কৃষ্ণের ছবি দেখতে পাব। তার মধুর বংশীধ্বনি শুনতে পাব। তখন আপনার হৃদয়ে প্রকৃত আনন্দ অনুভব হবে। নচেৎ নয় ।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি বিলোচনেন
সন্ত সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি
যং শ্যামসুন্দরমচিন্তগুনস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

ভগবানকে প্রেম, ভালবাসা, ভক্তি সহকারে কৃষ্ণানুশীলন করে সাধু সন্ত ব্যক্তিরা তাঁদের হৃদয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম সুন্দর রূপ ও তাঁর মুরালীর ধ্বনি শুনে আনন্দে থাকে। ব্রহ্মাজী বলছেন সেই শ্যাম সুন্দরের আমি ভজনা করি। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাজীর কথা শুনলে, তার কথা মানলেও কৃষ্ণানুশীলন করলে আমরা ঠকবো না বরং আমরা সত্যিকারে আনন্দ লাভ করতে সমর্থ হবো।

ভগবৎ গীতায় ভগবান ৭/১ শ্লোকে বলছেন
ময্যাসক্ত মনা পার্থ যোগং যুজন্মদাশ্রয়।

তোমার মনকে আমার প্রতি নিবদ্ধ করো আমার প্রতি আসক্ত হও, আমাকে আশ্রয় করো এইভাবে যোগাভ্যাস করলে তুমি অচিরেই আমাকে লাভ করবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের কথা দিয়েছেন, আমার প্রতি আসক্ত হয়, আমাকে ভালবাসো আমি তোমাকে আনন্দ দেব।

ইউএস ওপেনে মার্টিনা হিঙ্গিসকে মাঝে রেখে কামাল

লিয়েন্ডার–সানিয়াদের হাত ধরে ফের গর্বিত দেশের ক্রীড়াজগত

কমল নস্কর

একদিকে লিয়েন্ডার পেজ। অপরদিকে সানিয়া মির্জা। মাঝে মার্টিনা হিঙ্গিসকে সঙ্গে নিয়ে এক রাতের ব্যাবধানে আমেরিকার মাটি থেকে টেনিসের অন্যতম সেরা দু দু'টি খেতাব জিতে নিল ভারতীয়রা। মিক্সড ডবলসে লিয়েন্ডারের পার্টনার ছিলেন মার্টিনা। আর মহিলাদের ডবলসে সানিয়া মির্জার জুড়ি হলেন মার্টিনা হিঙ্গিস। ফলে একই সঙ্গে মার্কিন মুলুক থেকে দুটি দামি খেতাব নিয়ে ঘরে ফিরবেন ভারতীয় যুগলবন্দী বছর ৪২–এর লিয়েন্ডার এবং ৩০ অনুর্দ্ধ সানিয়া। ইতিমধ্যেই গ্র্যান্ডস্লাম টেনিসের ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছেন এই দুই ভারতীয়। হোক না তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন মার্টিনা নামক এক শ্বেতাঙ্গিনী। ৪০–এর ওপর বয়সে কোনও ভারতীয় ক্রীড়াবিদ এভাবে টানা সাফল্য পেয়ে যাচ্ছেন তা এক কথায় বিরল। এই অসম্ভবকেই সম্ভব করে দেখিয়েছেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের বংশধর কলকাতার লিয়েন্ডার। পাশাপাশি হায়দরাবাদের সানিয়া যতই পাক গৃহিনী হোন না কেন দেশের নাম মার্কিন দেশে তুলে ধরায় যারপরনাই দক্ষতা দেখালেন। ভারতীয় খেলাধুলোর জগতে এমন জুটি অতীতে তো নয়ই, ভবিষ্যতেও কবে যে আসবে আদৌ সেই ধারণা নেই কারও।

সানিয়া–হিঙ্গিস জুটির ব্যাক–টু ব্যাক গ্র্যান্ড স্ল্যাম ডাবলস চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় মনে হচ্ছে, সুইস ফ্যাক্টর'–এ হায়দরাবাদের মেয়ে বেশি লাভবান কলকাতার ছেলের চেয়ে। যদিও এর বিরুদ্ধ মতের পক্ষেও অনেকেই নিজেদের যুক্তি পেশ করে দেখিয়ে দেবেন কেন সানিয়ার চেয়ে এগিয়ে কলকাতার লিয়েন্ডার। যদিও মাঝে যে অনুঘটকের ভূমিকায় বড় অবদান মার্টিনাহিঙ্গিসের সেটা বোধ হয় দুজনেরই সমর্থকই স্বীকার করবেন।

উইম্বলডন জেতার তিন মাসের মধ্যে সানিয়া–হিঙ্গিস যুক্তরাষ্ট্র ওপেনেও চ্যাম্পিয়ন হল। ফাইনালে ডেলাকুয়া–শেদোভাকে এক ঘণ্টার সামান্য বেশি সময়ে হারাল ৬–৩, ৬–৩।

লিয়েন্ডার মিক্সড ডাবলস চ্যাম্পিয়ন হিঙ্গিসকে ছাড়াও সার্কিটের অনেক মেয়েকে নিয়ে খেলেই হয়েছে। সানিয়ার কিন্তু দু'টো গ্র্যান্ড স্ল্যাম ডাবলস খেতাবের দু'টোই হিঙ্গিসের সঙ্গে। ফলে সানিয়া মির্জার জন্য মার্টিনা হিঙ্গিস লাকি হিসেবেই চিহ্নিত হবেন।

আসলে হিঙ্গিসের খেলায় অনেক বৈচিত্র। শনিবার লিয়েন্ডারও যার সাহায্য পেয়েছিল মিক্সড ডাবলস ফাইনাল জেতার পথে। রবিবারের টিভিতে মেয়েদের ডাবলস ফাইনালে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল টেনিসে জুটির একে অন্যকে কমপ্লিমেন্ট' করা ঠিক কাকে বলে! মানে একে অন্যের প্রকৃত পরিপূরক হয়ে ওঠা।

সানিয়ার ফোরহ্যান্ড বরাবরই দুর্ধর্ষ। ফোরহ্যান্ড টেনিসের সবসেরা উইনিং শট। এ দিনও সানিয়ার দু'টো অসাধারণ ফোরহ্যান্ড রিটার্ন ফাইনালের ম্যাজিক মোমেন্ট' তৈরি করে দিয়েছিল। দ্বিতীয় সেটে ৪–২–এ হিঙ্গিসের সার্ভিস ভেঙে প্রতিপক্ষ যখন একটু হলেও ম্যাচে ফেরার ইঙ্গিত দিচ্ছে, সেই মোক্ষম সময়ে সানিয়ার ওই অনবদ্য রিটার্ন।

এ ছাড়া ও ব্যাক কোর্ট থেকে প্রতিপক্ষকে বোকা বানিয়ে একটা দুর্দান্ত ব্যাকহ্যান্ড লবও মেরে থাকে। হিঙ্গিসের আবার রিটার্ন, নেটের সামনে ভলি, রিফ্লেক্স দুরন্ত। এর পরে আর ওদের দু'জনের ফ্যান্টাস্টিক জুটি হয়ে উঠতে সমস্যা কীসের!

সানিয়ার যদি সার্ভিসটা বিশ্ব মানের হতো তা হলে তিনি নির্ঘাত ২০১৫–এ সিঙ্গলসে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম দশে থাকতেন। গ্র্যান্ড স্ল্যাম সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন হতো কি না জানি না। তবে যদি কব্জি, কাঁধ, হাঁটুর একের পর এক চোটের একটাও ওর কেরিয়ারে না ঘটত, তা হলে কে বলতে পারে সিঙ্গলসে অন্তত একটা গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতত না?

মনে রাখতে হবে, ও সিঙ্গলসে বিশ্বের প্রথম তিরিশে ঢুকে পড়েছিল এক যুগ আগে। তখন ওর বয়স কুড়ির ঘরেও পৌঁছায়নি। মানে বড় বড় অপারেশনের ধাক্কাগুলো যদি সানিয়ার পেশাদার কেরিয়ারের গোড়ার দিকে নেমে না আসত, তা হলে ওর সামনে সিঙ্গলসেও দেশের মেয়েদের টেনিস ইতিহাসে অবিশ্বাস্য কিছু করে ফেলার মতো সময় আর সুযোগ দু'টোই ছিল।

ওই সময় সানিয়া সিঙ্গলসে কাকে না হারায়নি! ইউএস ওপেনে বার্তোলিকে হারিয়েছে। উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন বার্তোলি, দিনারা সাফিনা, কুজনেসোভা, জোনারেভা, আজারেঙ্কা এমনকী হিঙ্গিসের মতোও প্রাক্তন এক নম্বর হেরেছে সানিয়ার হাতে। সিডনিতে সানিয়ার ফেডেরারের সঙ্গেও ট্রেনিংয়ের অভিজ্ঞতা আছে।

লিয়েন্ডারের মতো সানিয়ারও এই এক জায়গায় মিল যে তাঁদের দুজনের সত্যিকারের দম আছে। নিজের ভেতর সাহস না থাকলে এটা কারও পক্ষে করে দেখানো সম্ভব নয়। লিয়েন্ডারের মতোই ও খুব বুদ্ধি করে কেরিয়ারের ঠিক সময়ে সিঙ্গলস ছেড়ে দিয়ে শুধু ডাবলস খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

আর এখন তো সানিয়া–হিঙ্গিস এবং অপরদিকে লি–হিঙ্গিস জুটি ক্রমশ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে। যেভাবে তাঁরা এগোচ্ছেন আগামী ২–৩ বছর অনায়াসে টেনিস এরিনা কাঁপাতে সক্ষম থাকবেন। অবশ্য মাঝে যদি কোনও বড়সড় চোট আঘাত এসে তাঁদের কেরিয়ারকে বিঘ্নিত করে। সানিয়া এবং লিয়েন্ডারের কাছাকাছি থাকতে পারতেন মহেশ ভূপতিও। যদিও তিনি তাঁর বাণিজ্যিক পরিধি এতটাই বাড়িয়ে ফেলেছেন যে টেনিসে মনোযোগ সরাসরি দেওয়া সম্ভব নয়। তবে দেশ থেকে প্রতিভাবানদের তুলে আনতে মহেশ যে প্রাণপাত করছেন সেটা তার সমালোচকরাও স্বীকার করবেন। অথচ আজ বিশ্ব ডবলসে পুরুষদের বিভাগে রাজ করতে পারত মহেশ–লি জুটি। যা শেষ হয়ে গিয়েছে বহুদিন আগেই দুজনের ব্যক্তিগত ঝামেলার মধ্যে দিয়ে। তাও লিয়েন্ডারের এই ৪২ বছরী ঝড় হয়তো বা মহেশের মনকেও আন্দোলিত করে তোলে। টেনিস র‍্যাকেটটা তুলে না রাখলে মহেশ নিঃসন্দেহে লিয়েন্ডার এবং সানিয়ার সঙ্গে একসারিতে জায়গা করে নিতেন।

ইংলিশ চ্যানেল জয়ী পৌলমীকে পেয়ে উচ্ছ্বাসে ভেসে পড়লো হালিশহর

মলয় সুর

ইংলিশ চ্যানেল জয় করে বাড়ি ফিরলো হালিশহরের সাতারু পৌলমী কুন্ডু। গত ৫ আগস্ট ইংল্যান্ডের উদ্দেশে যাত্রা করেন। ৩১ আগস্ট সকাল সাতটার সময় ইংল্যান্ডের ডোভারে জলে নামেন পৌলমী। ইংলিশ চ্যানেল পার হতে পৌলমী সময় নিয়েছে ১৩ ঘন্টা ২৫ মিনিট। পৌলমীর বাড়ি উত্তর চব্বিশ পরগনার হালিশহরের মালঞ্চ জেটিয়া যদুনাথবাটি এলাকায়। সে ৩১ আগস্ট বাড়ি ফিরেছে। ইংল্যান্ডের অসম্ভব ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেই জলে নামেন পৌলমী।

ইংল্যান্ডের ডোভার থেকে ফ্রান্সের দিকে যত এগিয়েছে ঠান্ডার তীব্রতা ক্রমশ তত বেড়েছে। অসম্ভব মনের জোর এবং অফুরন্ত দম তাঁকে ইংলিশ চ্যানেল জয় করতে সাহায্য করেছে। প্রয়াত প্রতিবন্ধী সাঁতারু মাসদুর রহমান বৈদ্যর প্রেরণাতেই তাঁর ইংলিশ চ্যানেলে নামা। পৌলমী বলেন আবহাওয়া দিনের পর দিন খারাপ হওয়ার জন্য সকাল সাতটায় জলে নামি। উঠেছি রাত আটটায়। ওখানে দেরিতে সূর্য অস্ত যায়। ইংলিশ চ্যানেল জয় করার মুহূর্তে মনে পড়ে তার স্যার মাসদুর রহমান বৈদ্যকে। স্যার প্রতিটি মুহূর্তে তাঁকে উৎসাহিত করে গিয়েছেন। বাবা প্রদীপ কুমার কুন্ডু কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপে কর্মরত। তিনি মেয়েকে একেবারে ছোট বয়সে কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে সুইমিং সেন্টারে সাঁতার শেখাতে নিয়ে যেতেন। এরপর নোয়াপাড়া সুইমিং সেন্টারে বর্তমান প্রশিক্ষক অশোক পালের কাছে প্রশিক্ষণ নেয় পৌলমী।

মা মমতা কুন্ডু ও পিসি সুপর্ণা কুন্ডুর অফুরন্ত প্রেরণা তাঁকে উৎসাহ জুগিয়েছে। পৌলমীর মায়ের কথায়, ইংলিশ চ্যানেল পার হবে মেয়ে সোনাই, এটা তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন ছিল। কেননা বাংলা থেকে বুলা চৌধুরী, খিদিরপুরের রশ্মি শর্মা ও বোন রিচা শর্মা এবং অমৃতা দাস চ্যানেল পার হয়েছিলেন। টিভিতে এবং দৈনিক সংবাদপত্রে তাদের বড় বড় ছবি ছাপা দেখে তাঁর মায়েরও ইচ্ছা জাগে পৌলমীও যদি চ্যানেল পেরোতে পারে তাহলে স্বপ্ন সার্থক হয়। সে মুর্শিদাবাদে এশিয়ার বৃহত্তম সাঁতার ৮১ কিলোমিটারে অংশ নেন। একসময় মাসদুরের সঙ্গে বেলেঘাটা সুভাষ সরোবরে রীতিমতো কঠিন প্র্যাকটিস করত। পৌলমী কাঁচড়াপাড়া কলেজের বিএ অনার্সের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। মাত্র ১৮ বছর বয়সের কিশোরী স্রেফ মনোবলেই তাকে এতটা পথ নিয়ে এসেছে। পুরীর সমুদ্রে গিয়ে ২০১৪ সালে দুর্গাপুজোর আগে ও ২০১৫ সালে এপ্রিল মাসে দু'বার প্রচণ্ড ঢেউয়ের সঙ্গে টানা প্র্যাকটিস করে পৌলমী। চ্যানেল পেরোতে ৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এখনও প্রচুর টাকা ঋণ রয়েছে পৌলমীর। জিব্রাল্টার ও পাক পয়ঃনালী চ্যানেল পার হওয়ার আগে লক্ষ্যে আবার জলে নামতে চায় সে। পৌলমীর বাড়ির লোকেদের ক্ষোভ বিমানবন্দরে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বা রাজ্য সাঁতার সংস্থার পক্ষ থেকে কোনও প্রতিনিধি হাজির ছিলেন না। দুরন্ত এক পথ পরিক্রমা অথচ হাজার আবেদনেও ফিরে তাকায়নি ক্রীড়া দফতর। এবার কি সরকার পৌলমীদের দিকে ফিরে তাকাবে? মাসুদুর রহমান বৈদ্য জয় করেছিলেন প্রতিবন্ধকতাকে। পৌলমী অভাবকে দূরে ঠেলবেন কিনা তা ভবিষ্যতই বলবে।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

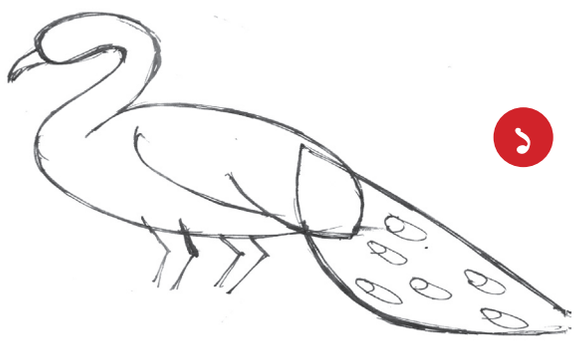

ঘুড়ির মেলা

বিধান সাহা

উড়ছে ঘুড়ি ওই আকাশে
উড়ছে যেন পাখি;
নতুন মায়ায় স্বপ্ন খেলা
করছে ডাকাডাকি।

লাটাই হাতে ছাড়ছে সুতো
যাচ্ছে ঘুড়ি দূরে;
কত উঁচু যায় না দেখা
মেলা আকাশ জুড়ে।

ভোকাট্টা রব আসে কানে
হর্ষ ধ্বনি জাগে;
কারও বা মুখ কাঁচু মাচু
ব্যথা বুকে লাগে।

স্বাধীন ভাবনাগুলো
ডানা মেলে
পেটকাটি–চাঁদিয়ালে
কখন যেন
ফিরে যাই
সুদূর শৈশবে।

ক্যালেন্ডার

জে এন রায়

কুইনির নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র বান্ধবী ডেইজি বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে দিল্লি চলে গিয়েছে। যতদিন কলকাতায় ছিল প্রায় প্রতিদিনই ওদের দেখা হতো। আর দেখা না হলেও অনেকক্ষণ কথা হতো দু'জনের। কয়েক দিন হল সেটাও বন্ধ। কারণ এমন কিছুই নয়। ভৌগলিক দূরত্বের কারণে মানসিক বাঁধা তো আছেই। সেই সঙ্গে ডেইজির ব্যস্ততা।

একাকিত্বের হতাশায় ভুগতে ভুগতে কুইনি একদিন বাথরুমের দরজা বন্ধ করে মাথা গুঁজে বসে রইল মেঝেতে। বাস্তব জগতের কোনও জ্ঞানই তখন তার ছিল না। এভাবে কতক্ষণ কেটেছে তা কুইনির খেয়ালে নেই। বাথরুমের দরজায় আঁচড়ানোর শব্দে ও অদ্ভুত করুণ সুরের কান্না শুনে ওর সম্বিত ফিরে এল। চোখে মুখে জল দিয়ে দরজাটা খুলতেই সামনের পা দু'টো উঁচু করে ওর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যালেন্ডার। কুইনি ওর পোষা কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরল। দু'জনের চোখেই জল।

গত সংখ্যার উত্তর : টাইগার হিল
প্রথম উত্তরদাতা–সৌরভ দাস, গণেশনগর দঃ ২৪ পরগনা, বয়স : ১৫

তোমরাও এমন ছোট ছোট গল্প ও কবিতা পাঠাও। ভালো হলে ছাপা হবে তোমাদের এই মনের খেয়াল বিভাগে। নাম জানাতে ভুলো না কিন্তু।

প্রশান্ত হেমব্রম, নবম শ্রেণি, বিবেক নিকেতন, সামালি

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা *JPEG* ফরম্যাটে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com